কেনিলওয়ার্থ



শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

প্রকাশক
শ্রীসুভাষচন্দ্র সুর

শরৎ-সাহিত্য-ভবন
২৫, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ,
কলিকতা ৪

পুনর্মুদ্রণ—১৩৬৩

মুদ্রাকর—শ্রীসন্তোষকুমার সেন


উপহার

অনুবাদ-সিরিজ

রূপায়িত করেছেন, চিত্রশিল্পী—

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

—

পরিচালনা—

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

('কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির' প্রতিষ্ঠাতা):

শরৎ • সাহিত্য • ভবন

কুমারী রমলা বসু

কল্যাণীয়াসু



এক

কুইন এলিজাবেথের রাজত্বকাল—ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময়! কি সাহিত্য, কি দর্শন, কি রাজনীতি, কি শিল্পকলা—সমস্তই যেন এইসময় একই-সঙ্গে কোন মায়াবীর যাদুস্পর্শে রূপে-রসে-গন্ধে শতদল-পদ্মের মত বিকশিত হয়ে ওঠে। আর, শুধু তাই নয়—আধ্যাত্মিক, সামাজিক, পারিবারিক, মানসিক প্রভৃতি সকল বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের এমন সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও উৎকর্ষসাধন আর কখনো হয়নি, তাই ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে এই রাণী এলিজাবেথের নাম চিরোজ্জ্বল হয়ে আছে। এঁর রাজত্বকালকে—'এলিজাবেথান্ এরা' বা, ইংল্যাণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় ও প্রতিভাদীপ্ত যুগ ব'লে অভিনন্দিত করা হয়।

কেনিলওয়ার্থ

এইরকম প্রতিভাশালিনী ও অসাধারণ বিদুষী রাণী নাকি ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আর কখনো বসেন নি। তিনি যেমন দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে রাজ্যশাসন করতেন, তেমনি আবার প্রজাদের ভালোবাসতেনও অপত্যস্নেহে।

এই রাণী এলিজাবেথের সবচেয়ে প্রিয়পাত্র ও বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন, আর্ল-অফ্-লিষ্টার। তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কর্ম্মঠ, বীর ও সুদর্শন। রাণীর তিনি ছিলেন দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ। তাঁর প্রতি অত্যধিক স্নেহ ও বিশ্বাসের ফলে সকলের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, তিনি এই আর্ল-অফ্-লিষ্টারকেই বিবাহ করবেন।

এলিজাবেথ ছিলেন কুমারী, কিন্তু তাঁর মনের গোপন-কোণে এই বাসনা যে সত্যিসত্যি কতখানি কার্য্যকরীহয়েছিল, সে-খবর কেউই জানতো না। এমন কি, আর্ল-এর নিজের মনেও সে-সম্বন্ধে খুব পরিষ্কার ধারণা ছিলনা। কেননা, রাণী নিজেও যেমন খোলাখুলিতাঁকে কিছু বলেন নি, তেমনি আর্লও সেকথা তাঁকে স্পষ্ট ক'রে কোনোদিন জিজ্ঞেস করতে সাহস পাননি। তবে উভয়ের প্রতি উভয়ের অনুরাগ কিছু কম ছিলনা।

যাই হোক, এইভাবে যখন দিন কাটছিল, তখন আর্ল একটি সুন্দরী রমণী দেখে এমন মুগ্ধ হন যে, তাঁকে গোপনে বিয়ে ক'রে এনে তাঁর এক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর গৃহে লুকিয়ে রাখেন এবং মধ্যে-মধ্যে গভীর রাত্রে গোপনে তার সঙ্গে দেখা ক'রে যেতেন।

অক্সফোর্ড-সহরের উপকণ্ঠে 'কাম্নর' নামে একটি গ্রাম ছিল। সেই গ্রামটির চারিদিকে ছোট-বড়ো অসংখ্য পাহাড় আর

বৃক্ষলতার ঝোপ-ঝাড় ও কুঞ্জবন ছিল অজস্র। তারি মধ্যে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে একটি উচ্চ-প্রাচীর-বেষ্টিত অতি পুরাতন বাগানবাড়ীতে আর্ল তাঁর নব-বিবাহিতা স্ত্রী এমিকে এনে রেখেছিলেন। এই বাগানবাড়ীটার নাম ছিল, 'কাম্নর-ভবন'। এখানে এণ্টনী ফষ্টার নামে একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর ওপর আর্ল তাঁর স্ত্রীর তত্ত্বাবধানের ভার দিয়েছিলেন।

কেনিলওয়ার্থ

দুই

এই কাম্নর-গ্রামে সুন্দর একটি পাহাড়ের পাদদেশে একটি পান্থনিবাস ছিল। সেই পান্থনিবাসটির নাম, 'ব্ল্যাকরেয়ার' আর তার মালিকের নাম ছিল, জাইল্‌স্‌ গস্‌লিং।

একদিন সন্ধ্যাবেলা এখানে একটি যুবক ঘোড়ায় চ'ড়ে এসে হাজির হলো। তার নাম, মাইকেল ল্যাম্বরণ। সে এর মালিকের ভাগ্নে—যেমন দুশ্চরিত্র, তেমনি উদ্ধত-স্বভাব। তাছাড়া সে ছিল ফাঁসীর আসামী, তাই দীর্ঘদিন পরে তাকে আবার ফিরে আসতে দেখে তার মামাও যেমন মনে-মনে ভীত হয়ে উঠলেন, উপস্থিত অতিথিরাও তেমনি কিছু অশ্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

ল্যাম্বরণ কিন্তু সেখানে এসে একে-একে তার পূর্ব্ব-পরিচিত লোকদের খবর নিতে লাগলো। তার এই দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতিতে গ্রামের মধ্যে কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। কোনো লোক মরেছে রোগে, কেউ-বা রাষ্ট্রবিপ্লবে, কারুর-বা রাজরোষে নির্ব্বাসনদণ্ড হয়েছে।

এইভাবে জিজ্ঞেস করতে-করতে হঠাৎ তার মনে প'ড়ে গেল একজনের কথা, সে তার বাল্যবন্ধু, নাম—এন্টনী ফষ্টার।

গোল্ডথেড নামে একজন অতিথির মুখে সে তার সংবাদ পেলে। লোকটি বললে, ফষ্টার এখন একটি সুন্দরী রমণীকে এক নিভৃতস্থানে গোপনে বন্দী ক'রে রেখেছে।

কেনিলওয়াথ

এইকথা শুনে ল্যাম্বরণের মনে সেই রমণীটিকে দেখবার ইচ্ছে অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে উঠলো এবং সে গোল্ডথেভকে বিশেষ অনুরোধ ক'রে রাজী করালে—সেই নিভৃত-স্থানটি তাকে একবার দেখিয়ে দেবার জন্যে।

ইতিমধ্যে কিছুদিন থেকে আর-একটি ভদ্রলোকও সেই অতিথিশালায় এসে ছদ্মবেশে বাস করছিলেন। তাঁর নাম—ত্রিশিলিয়ান। ফষ্টারের এই খবরটি শুনে সহসা তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো। তিনি কারো সঙ্গে বেশী বাক্যালাপ করতেন না, বাক্যালাপ করতেন না, সর্ব্বদা যেন কি চিন্তা করতেন। তবে টাকা-কড়ি খরচ ক'রে বড়লোকের মতই বাস করতেন ব'লে, মালিকও কোনোদিন তাঁর পরিচয় সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেন নি। থেুডের মুখে সেই রমণীর কথা শুনে তিনিও যেন হঠাৎ অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠলেন এবং সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানালেন, তাঁকেও সঙ্গে নেবার জন্যে।

পরদিন গোল্ডথেুড দু'জনকে সঙ্গে ক'রে কাম্নর-ভবনের নিকট নিয়ে গেল এবং দূর থেকে তাঁদের সেই বাড়ীটা দেখিয়ে দিয়ে চ'লে এলো।

তারা দু'জনে তখন সেই বিরাট বাগানের মধ্যে ঢুকে ক্রমশ ফটকের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। ভাগ্যক্রমে বাগানের ফটকটা খোলা ছিল, তাই তারা অনায়াসে একেবারে সেই প্রাসাদের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হলো।

ল্যাম্বরণ একবার আশে-পাশে চেয়ে নিয়ে, দরজায় মৃদু

করাঘাত করলে। সঙ্গে-সঙ্গে একজন দ্বাররক্ষক ভেতর থেকে দরজাটা খুলে দিলে এবং তারা ভেতরে ঢুকতেই আবার বন্ধ ক'রে দিয়ে, তাদের নিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা-কক্ষে বসালে।

একটু পরে ফষ্টার সেখানে আসতেই, বাল্যবন্ধুত্বের কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে ল্যাম্বরণ তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলে।

ত্রিশিলিয়ানকে সেই ঘরে বিশ্রাম করতে অনুরোধ জানিয়ে ফষ্টার তখন ল্যাম্বরণকে নিয়ে অন্য ঘরে গেলেন আলাপ-আলোচনা করবার জন্যে।

কতদিন পরে আবার দুই বন্ধুতে দেখা হলো। ফষ্টার এখন ক্ষমতাশালী-রাজপুরুষের অতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হয়েছে জেনে, ল্যাম্বরণ তার কাছে একটা চাকরি প্রার্থনা করলে। ফষ্টারও বেশী কথা না ব'লে তৎক্ষণাৎ তাকে নিজের সহকারী-রূপে নিযুক্ত ক'রে নিলেন।

এদিকে ত্রিশিলিয়ান যখন একাকী চুপচাপ অভ্যর্থনা-কক্ষে বসেছিলেন, সেইসময় সহসা সেই ঘরের দরজাটা খুলে গেল এবং ত্রিশিলিয়ান সচকিত হয়ে দেখলেন যে, তার সামনে দাঁড়িয়ে—এমি।

তিনি বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, এমি, তুমি?

ত্রিশিলিয়ানকে অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে দেখে সহসা এমির সুন্দর মুখটাও যেন পাণ্ডুর হয়ে গেল। তিনি তখন ভীত ও কম্পিতকণ্ঠে বললেন, ত্রিশিলিয়ান, তুমি এ-সময় আমার ঘরে কিজন্যে এলে?

কেনিলওয়ার্থ

ত্রিশিলিয়ান বললেন, তোমার বাবা মৃত্যুশয্যায়। তোমায় একবার শেষ-দেখা দেখতে চান তিনি, তাই তোমায় প্রতারকের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যে এখানে এসেছি।

পিতার অসুখ শুনে এমি খুব চঞ্চল হয়ে উঠলেন এবং তাঁকে অনুরোধ করলেন, আগে গিয়ে পিতাকে জানাতে যে, সে আসছে। কেননা, অনুমতি ছাড়া তার সেখান থেকে এক-পা কোথাও নড়বার হুকুম নেই।

এইকথা শুনে ত্রিশিলিয়ানের অত্যন্ত রাগ হয়ে গেল। তিনি বললেন, অনুমতি? তোমার বাপ মৃত্যুশয্যায়, আর তুমি এখন অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করবে? যে পাপিষ্ঠ তোমায় জোর ক'রে ধ'রে এনে এখানে অবরোধ ক'রে রেখেছে, তার অনুমতির জন্যে আবার অপেক্ষা? ও-সব হবেনা। চলো, তোমায় এক্ষুনি আমার সঙ্গে যেতে হবে। এই ব'লে ত্রিশিলিয়ান খপ্ ক'রে এমির একটা হাত ধ'রে টানলেন।

এইভাবে পিতার কাছে নিয়ে যাবার জন্যে বলপ্রয়োগ করাতে এমি সভয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন।

যেই চীৎকার করা, অমনি ফষ্টার ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন এবং এমিকে দেখে বিস্মিতকণ্ঠে ব'লে উঠলেন, একি! আপনি এখানে? শীগগির অন্তঃপুরে যান।

তারপর ত্রিশিলিয়ানের দিকে চেয়ে বললেন, আপনি এক্ষুনি এখান থেকে বিদায় হোন।

রাগে, অপমানে গর-গর করতে-করতে ত্রিশিলিয়ান ঘর

কেনিলওয়ার্থ

থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেমন পাঁচিলের দরজায় পা দিয়েছেন, অমনি সামনে ভার্নিকে দেখে তিনি থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। ভার্নিও, এ-রকম স্থানে যে ত্রিশিলিয়ান আসতে পারে তা কল্পনাও করতে পারেনি, তাই বিস্ময়াবিষ্টকণ্ঠে বললে, ত্রিশিলিয়ান, যেখানে তোমার আসা কেউ পছন্দ করেনা এবং ইচ্ছাও করেনা, সেখানে তুমি কেন এসেছো ?

রাগে জ্বলে উঠে ত্রিশিলিয়ান বললেন, সেকথা আমিও তো তোকে জিজ্ঞেস করতে পারি। পাজি, নচ্ছার—তুই এখানে কেন এসেছিস ? একটা নিরীহ মেয়েকে ভুলিয়ে এখানে এনেছিস তার সর্ব্বনাশ করতে ?

ত্রিশিলিয়ান জানতেন না যে, এর মধ্যে আর্ল-অফ-লিষ্টার আছেন এবং তিনিই এখানে এনে এমিকে বিয়ে করেছেন। তিনি ভেবেছিলেন, ভার্নিই বুঝি কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে তাকে এখানে এনে আটকে রেখেছে। তাই সঙ্গে-সঙ্গে তিনি একেবারে ভার্নির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে এবং ক্ষুধিত-সিংহের মত তাঁর টুটি টিপে ধ'রে মাটিতে আছড়ে ফেলে, ভার্নির বুকের ওপর চেপে বসলেন। তারপর তার ভবলীলা একেবারে শেষ ক'রে দেবার জন্যে যেমন তিনি তীক্ষ্ণ তলোয়ার উঁচুতে তুলেছেন, অমনি পেছন দিক থেকে ল্যাম্বরণ এসে তাঁর হাত থেকে তলোয়ারটা কেড়ে নিয়ে ভার্নির প্রাণরক্ষা করলেন।

ফষ্টারের কানে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা পৌঁছুবামাত্র তিনি সেখানে ল্যাম্বরণকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যাই হোক, তাঁরই

কেনিলওয়ার্থ

কৃপায় ভার্নির জীবনটা রক্ষা পেলে, আর ত্রিশিলিয়ানও ধীরে-ধীরে কামরা থেকে চ'লে গেলেন।

এইবারে এদের দু'জনের এই বিদ্বেষের কারণটা বলি।

এমির পিতামহ স্যার রজার রবসার্টের সঙ্গে, ত্রিশিলিয়ানের পিতামহের খুব বন্ধুত্ব ছিল এবং এমির পিতা, স্যার হিউগ রবসার্ট—ত্রিশিলিয়ানের পিতাকে ভায়ের মত দেখতেন। তাই, ত্রিশিলিয়ানের পিতৃবিয়োগ হ'লে, স্যার হিউগ রবসার্ট তাকে এনে নিজের বাড়ীতে রাখেন এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করেন। ত্রিশিলিয়ান তখন বালক আর এমি—বালিকা। তারা দু'জনে সর্ব্বদা একসঙ্গে খেলা-ধূলা করতেন, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ওঠাবসা করতেন।

এমনি ক'রে এমি যখন বিয়ের বয়সে পদার্পণ করলে তখন তার বাবা, ত্রিশিলিয়ানের সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করলেন। কিন্তু এমি তখন বিয়ে করতে রাজী হলোনা, তার বাবাকে অনুরোধ ক'রে বললে, এক বছরের জন্যে বিয়েটা স্থগিত রাখতে।

এইসময়ে রিচার্ড ভার্নির সেখানে আবির্ভাব হলো। স্যার হিউগের সঙ্গে তার দূরসম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল। এই আত্মীয়-তার সূত্রে তার আসা যাওয়াটা এ-বাড়ীতে যত বাড়তে লাগলো, এমির সঙ্গে ভার্নির পরিচয়ও তত ঘনিষ্ঠতর হ'তে লাগলো।

তারপর ভার্নি সেই বাড়ীতে বাসা বাঁধলে।

তারপর একদিন দেখা গেল, সেই দূরবর্ত্ত-আত্মীয়ের সঙ্গে এমি

গৃহত্যাগ করেছে। তখন থেকে আর তাদের কোনো সন্ধান কেউ পায়নি। ত্রিশিলিয়ান নানাদেশে ছদ্মবেশে ঘুরে-ঘুরে বেড়িয়েছেন এমির খোঁজে। তারপর এতদিন পরে এমির ও ভার্নির সন্ধান পাওয়াতে তাঁর এইরকম অন্তরের জ্বালা।

যাই হোক, সেখান থেকে বেরিয়ে ত্রিশিলিয়ান একেবারে সোজা তাঁর অতিথিশালায় ফিরে এলেন। কিন্তু বড়লোক-অতিথিকে ঈষৎ ম্লান দেখে, মালিক গসলিং যখন তার হেতু জিজ্ঞাসা করলে, তখন ত্রিশিলিয়ান সমস্ত ঘটনাই তার কাছে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলেন।

সব শুনে গসলিং বললে, ভালো করেছেন। ও-সব বিশ্বাসঘাতিনী মেয়েদের সংস্পর্শে না থাকাই ভালো।

ত্রিশিলিয়ান বললেন, আমি নিজের জন্যে ওর কাছে যাইনি, ওর বৃদ্ধ বাপটাকে দেখলে দুঃখে বুক ফেটে যায়। তাই, পাছে এর শোকে বৃদ্ধের কিছু ভালোমন্দ ঘটে, সেইজন্যে আর-একবার এমিকে বুঝিয়ে বলবার জন্যে গিয়েছিলুম। কিন্তু এখন ভাবছি, কি করবো? লর্ড-লিষ্টারকে ব্যাপারটা জানাবো, না, রাণী এলিজাবেথের কাছে ভার্নির নামে নালিশ করবো। ভেবে ঠিক করতে পারছিনা কিছু।

গসলিং বললে, অমন কাজ করবেন না। ভার্নি হ'লো লর্ড লিষ্টারের প্রিয়পাত্র। কাজেই, তিনি যে তার পক্ষ সমর্থন করবেনই এ-সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ নেই। তার চেয়ে আমি বলি কি, আপনি সার হিউগ রবসার্টের স্বাক্ষরিত একটা

আবেদনপত্র নিয়ে রাজ-দরবারে এক অভিযোগ পেশ করুন।

ত্রিশিলিয়ান বললেন, ঠিক বলেছেন। আমিও এইকথা চিন্তা করছিলুম। বেশ, কালই সকালে আমি এখান থেকে রওনা হবো।

গসলিং বললে, কাল কেন, আজই রাত্রে যান। আমার ভাগ্যের কপালে ফাঁসী-কাঠে মৃত্যু লেখা আছে, তাই আমার ভয় হয়, পাছে আমার কোনো অতিথিকে হত্যা করার ফলে তার অদৃষ্টলিপি সার্থক হয়।

ত্রিশিলিয়ান সেইরাত্রেই রওনা হলেন একটি সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ ক'রে।

কেনিলওয়ার্থ

তিন

পথে ত্রিশিলিয়ানের সঙ্গে ডিকি-নামে একটি ছেলের পরিচয় হয়। সে, ভদ্রলোককে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল এক কর্ম্মকারের দোকানে—তাঁর ঘোড়ার পায়ের যে লোহার নালটা পথে খারাপ হয়ে গিয়েছিল সেটাকে বদল ক'রে দেবার জন্যে।

কিন্তু, যে-কর্ম্মকারের কাছে ডিকি তাঁকে নিয়ে গেল, সে আসলে কর্ম্মকার নয়, একজন সুদক্ষ রাসায়নিক। নাম—ওয়েল্যাণ্ড।

ত্রিশিলিয়ান তাকে দেখেই চিনতে পারলেন। সে একবার প্রায় তিনবছর আগে স্যার হিউগ রবাসর্টের লিদকোর্টহল-ভবনে ভোজবাজী দেখিয়েছিল। এবং সেইসময় এমিকে তার খেলা সম্বন্ধে সব বুঝিয়ে দিয়েছিল।

তাই তার এই ছদ্মবেশ দেখে ত্রিশিলিয়ান যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন, এইরকম জঘন্য ব্যবসা করেছো, তখন সে আগাগোড়া তার জীবনের কাহিনী বিবৃত করলে। প্রথমে সে নাকি কর্ম্মকারের ব্যবসাই করতো, কিন্তু, পরে ঐন্দ্রজালিকের বিদ্যায় হাত পাকিয়ে শেষে আবার এক চিকিৎসকের সহকারী-রূপে কাজ করতে থাকে। কিন্তু, হঠাৎ এই চিকিৎসকের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি তাকে ফেলে রেখে কোথায় উধাও হন। সেই থেকে সব ছেড়ে দিয়ে সে আবার জাতব্যবসাই ধরেছে।

সব শুনে ত্রিশিলিয়ান তখন তাকে অনুরোধ করলেন, সেই রাত্রেই এমিরবাড়ীতে যাবার পথটা তাকে দেখিয়ে দেবার জন্য।

ওয়েল্যাণ্ডের দুটো খুব তেজী ঘোড়া ছিল। সে বললে, এ-রকম দ্রুতগামী অশ্ব এ-অঞ্চলে আর কারুর নেই।

তখন ত্রিশিলিয়ানের অনুরোধে সে-ব্যবসা ত্যাগ ক'রে সে তাঁর সঙ্গে যেতে রাজী হলো। তারপর ভালো বেশভূষায় সুসজ্জিত হ'য়ে দু'জনে সেই দুটি দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করলে।

তখন ডিকি বললে, বন্ধু, এতদিন পরে আমাদের ছেড়ে চললে ?

ওয়েল্যাণ্ডের চোখ সজল হয়ে উঠলো। সে বললে, তোমার কথা আমি কোনোদিন ভুলবো না।

ডিকি বললে, কেনিলওয়ার্থের যে উৎসব হবে, তুমি তো তাতে যাবে ? সেখানে নিশ্চয়ই আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

ওয়েল্যাণ্ড বললে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু, সাবধানে থেকো, সেখানে যেন কোনো দুঃসাহসের পরিচয় দিয়োনা।

এই ব'লে তারা ডিকির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে।

দু'দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করবার পর তৃতীয়দিন ভোরে তারা ডিভনসায়ারের অন্তর্গত 'লিদকোর্টে-হল'-নামে স্যার হিউগ রবসার্টের বাড়ীতে উপস্থিত হলো।

কেনিলওয়ার্থ

চার

ওয়েল্যাণ্ডকে বিশ্রামকক্ষে বসিয়ে রেখে, ত্রিশিলিয়ান হিউগ রবসার্টের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

তাঁকে দেখে বৃদ্ধ হিউগের ছ'চোখে জল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। তিনি ধীরে-ধীরে তাঁর শয্যা থেকে উঠে, মুমূর্ষু-ব্যক্তির মত তার কাছে এগিয়ে এসে ধরাগলায় বললেন, এডমণ্ড! আমি সব বুঝতে পেরেছি। হয় তুমি তার কোনো সন্ধান পাওনি, নয়তো এমন অবস্থায় পেয়েছো যে, সেকথা বলতে আমার কাছে তোমার সঙ্কোচ বোধ হ'চ্ছে।

এর কোনো উত্তর না দিতে পেরে ত্রিশিলিয়ান শুধু ছ'হাতে তাঁর চোখে চাপা দিয়ে অশ্রুবিসর্জ্জন করতে লাগলেন।

স্যার হিউগ তখন বললেন, একি এডমণ্ড! তুমি কাঁদছো কেন? এই ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, অবশ্য, আমার কাঁদবার কারণ আছে, কেননা সে আমার কন্যা। কিন্তু, তোমার এর জন্যে শোক করা উচিত নয়। কেননা, যদি তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হতো এবং তারপর এইরকম ব্যাপার ঘটতো—আর তিনি বলতে পারলেন না। স্যার হিউগের শরীর তখন এমন দুর্ব্বল হয়ে পড়লো যে, তৎক্ষণাৎ তাঁকে শয্যা গ্রহণ করতে হলো।

ওয়েল্যাণ্ড তখন একটা ওষুধ তৈরী ক'রে দিলেন স্যার হিউগকে খাওয়াবার জন্যে।

আশ্চর্য্য, সেই ওষুধ খেয়ে তিনি হাতে-হাতে ফল পেলেন। পরদিন সকালে তাঁকে বেশ প্রফুল্ল ও নীরোগ ব'লে সকলের মনে হলো।

এইবার ত্রিশিলিয়ান, এমির সব খবর তাকে দিয়ে, রাজ-দরবারে ভার্নির নামে অভিযোগ জানাবার কথা বললেন।

কিন্তু রাণীর কাছে একেবারে অভিযোগটা না জানিয়ে, আর্ল-অফ-লিষ্টারের কাছে জানানোই তিনি শ্রেয় বিবেচনা করলেন এবং সেইরকম একটা দরখাস্তে সইও ক'রে দিলেন।

সেই দরখাস্তটা নিয়ে ত্রিশিলিয়ান তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চাপলেন। এমনসময় কোথা থেকে ছুটতে-ছুটতে এসে একজন তাঁর হাতে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিখানায় লেখা ছিল—তিনি যেন তৎক্ষণাৎ একবার নিকটবর্ত্তী মেয়ো-স্কোর্ট-ভবনে গিয়ে এখুনি আর্ল-অফ-সাসেক্সএর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বিশেষ অসুস্থ, তাই তাঁর সঙ্গে এমন কোনো বিষয় পরামর্শ করতে চান, যা বিশ্বাস ক'রে অন্য কারুর কাছে বলা যায় না!

ত্রিশিলিয়ান দেখলেন, চিঠিখানি আর্ল-অফ-সাসেক্স এর নিজের হাতে লেখা।

অসুখ শুনে তিনি ওয়েল্যাণ্ডকে সঙ্গে নিলেন। তাঁর মনে বিশ্বাস ছিল যে, সার হিউগকে যেমন সে ওষুধ খাইয়ে ভালো করেছে, হয়তো আর্ল-অফ-সাসেক্সকেও তেমনিভাবে ভালো ক'রে দিতে পারে।

কেনিলওয়ার্থ

ওয়েল্যাণ্ড তখন—কি অসুখ সে-সম্বন্ধে কিছু বিবরণ সেই পত্রবাহকের কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রে নিলে, তারপর সেইরকম কতকগুলো গাছ-গাছড়া সঙ্গে নিয়ে তখুনি ত্রিশিলিয়ানের সঙ্গে রওনা হলো।

'মেয়োস্কোর্ট-ভবন' অবরুদ্ধ-দুর্গের মত সর্ব্বদা সতর্কভাবে প্রহরী-পরিবেষ্টিত থাকে।

লর্ড-সাসেক্সও লর্ড-লিষ্টারের মত রাণীর প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাণী যে কাকে বিয়ে করবেন—সেকথা কাউকে মুখ ফুটে বলেন নি, অথচ তাঁরা দু'জনেই মনে-মনে বিশ্বাস করতেন যে, হয়তো তাঁদের একজনের চেয়ে অপর-একজনকে রাণী বেশী ভালোবাসেন। ফলে, সকল ক্ষেত্রে যা হয় এখানেও তাই হ'লো। তাঁরা উভয়ে উভয়কে মনে-মনে ঈর্ষা করতে লাগলেন। অবশ্য, এর মধ্যে রাণীর শাসন-প্রণালীর অত্যাশ্চর্য্য কৌশল নিহিত ছিল। তিনি জানতেন যে, রাজ্যে দুটো দল না থাকলে শাসননীতি ভালোভাবে চলতে পারেনা। কেননা, একজন যদি সর্ব্বদা আর-একজনকে ঈর্ষা করে, তাহ'লে কে কখন কি অন্যায় করছে তাঁর কানে সেকথা তুলে দিয়ে একদল আর একদলের চেয়ে বেশী প্রিয় ও বেশী বিশ্বাসী হবার চেষ্টা করবে। তাহ'লে তাঁকে আর এরজন্যে বেশী পরিশ্রম করতে হবেনা, অথচ ঘরে ব'সে-ব'সে সমস্ত ন্যায়-অন্যায়ের খবর তিনি পাবেন।

ত্রিশিলিয়ান 'মেয়োস্কোর্ট-ভবনে' পা দিয়েই দেখলেন, তা

আর্লের আত্মীয়স্বজনে পরিপূর্ণ এবং সবাই কেমন যেন চিন্তাক্লিষ্ট।

আর্লের অসুখটা যে খুব বেশী সে-সম্বন্ধে তাঁর মনে তখন আর কোনো সন্দেহ রইলো না। তাছাড়া, তিনি তখুনি দু'চারজন আত্মীয়ের মুখ থেকেও সেকথা শুনলেন।

এর একটু পরেই ত্রিশিলিয়ানকে লর্ড-সাসেক্সের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো।

লর্ডকে দেখে, তাঁর শরীর যে অত্যন্ত অসুস্থ তা তিনি বুঝতে পারলেন এবং একবার ওয়েল্যাণ্ডের দ্বারা চিকিৎসিত হবার জন্য লর্ডকে অনুরোধ জানালেন।

লর্ড তাতে সম্মত হলেন।

তখন ওয়েল্যাণ্ড বললে, শুধু একটা বিষয় আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, আমার চিকিৎসাধীন যতক্ষণ থাকবেন, ততক্ষণ আর কোনো ওষুধ খাবেন না।

লর্ড তাতেই রাজী হতে, ওয়েল্যাণ্ড তখন একটা ওষুধ তৈরী ক'রে আগে তাঁকে খাইয়ে দিলেন।

আশ্চর্য্য! ওষুধ খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আর্ল বেশ সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। তখন অন্যসব লোককে ঘর থেকে বার ক'রে দিয়ে কেবল ত্রিশিলিয়ান, ওয়েল্যাণ্ড ও লর্ডের আর-একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ঘরের মধ্যে খিল এঁটে দিয়ে রইলেন।

এদিকে লর্ডের অসুখের কথা কানে যেতেই রাণী এলিজাবেথ তাঁর নিজের চিকিৎসককে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

কেনিলওয়ার্থ

কিন্তু, ওয়েল্যাণ্ডের চিকিৎসার মধ্যে অন্য কারো চিকিৎসা চলবে না—একথা রাজকর্ম্মচারীরা সকলেই জানতেন ব'লে রাণীর চিকিৎসককে সকলে ফিরিয়ে দিলেন।

পরদিন সকালে লর্ডের ঘুম ভাঙতে তাঁকে খুব প্রফুল্ল ও সুস্থ দেখে সকলেই বেশ আনন্দিত হলেন এবং রাণী যে কাল তাঁর নিজের চিকিৎসককে পাঠিয়েছিলেন সেকথা তখন তাঁকে বললেন।

এইকথা শুনে লর্ডের মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো। রাণীর চিকিৎসক যে অপমানিত হয়ে ফিরে গেছেন একথা রাণীর কানে গেলে কি হবে—এই মনে ক'রে তিনি তৎক্ষণাৎ ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে এক চিঠি লিখলেন এবং তু'জন লোককে দিয়ে সেটা রাণীর প্রাসাদে পাঠিয়ে দিলেন।

চিঠি রাণীর হাতে পৌঁছুবার পর তিনি নিজেই হঠাৎ লর্ড সাসেক্সকে দেখবার অভিলায় তাঁর 'মেয়োস্কোর্ট-ভবনে' এসে উপস্থিত হলেন।

তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল—লর্ডকে দেখা নয়, তিনি যে বিপুল সৈন্যসমাবেশ করছেন তুর্গমধ্যে, তাই স্বচক্ষে দেখে যাওয়া। চরের মুখে তিনি এই খবর পেয়েছিলেন, তাই অবিলম্বে তার সত্যাসত্য প্রমাণ করার জন্য রুগীকে দেখার অছিলায় সেখানে গিয়েছিলেন।

প্রথমে লর্ড বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন ব'লে তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন, পরে বিদায়কালে বিরক্তিকর-কণ্ঠে

ও গম্ভীরমুখে বললেন, লর্ড, এসব কি? এত সৈন্যসামন্ত এখানে কেন? এটা কি সেনা-নিবাস? না, লণ্ডনের টাওয়ার? শীগগির ওদের এখান থেকে সরিয়ে দিন—আমি এসব পছন্দ করিনা।

এই বলতে-বলতে তিনি বিদায় নিলেন।

পাঁচ

এদিকে ত্রিশিলিয়ানের সেই দরখাস্তটা লর্ড সাসেক্স একেবারে সোজা রাণীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পরদিন লর্ড তাঁকে বললেন, বোধহয় এতক্ষণ তোমার অভিযোগপত্র রাণীর হস্তগত হয়েছে। আশা করি, রাণী ন্যায়বিচারই করবেন। কারণ, তিনি সত্যাশ্রয়ী এবং তোমার এ-অভিযোগটিও সত্য।

ত্রিশিলিয়ান বললেন, প্রভু, আপনি একেবারে সেখানি রাণীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু স্যার হিউগ ও তাঁর বন্ধুবান্ধবদের ইচ্ছা ছিল, লিষ্টারের হাতে দেবার।

লর্ড বললেন, লিষ্টার ও তার বন্ধুবান্ধবদের মুখে কালি দেবার এই তো সুযোগ। রাণী তোমার এই অভিযোগের সুবিচার করবেন, দেখো। এখন সকলকে প্রস্তুত হতে বলো, রাজ-দরবারে যাবার জন্যে।

ওদিকে রাজ-দরবারে যাবার জন্যে লর্ড-লিষ্টারও তাঁর কর্ম্মচারীদের সুসজ্জিত হবার আদেশ দিয়েছিলেন। বিক্রমশালী প্রতিপক্ষ মন্ত্রীদ্বয়ের সৈন্যসামন্তের মধ্যে হয়তো কোনো সংঘর্ষ উপস্থিত হতে পারে এই আশঙ্কায় রাণী এলিজাবেথও লণ্ডন থেকে বহু সুসজ্জিত সৈন্য আনিয়ে রেখেছিলেন। তবুও তিনি চারদিকে এইকথা ঘোষণা ক'রে দিয়েছিলেন যে, সকলকে নিরস্ত্র হয়ে রাজ-দরবারে প্রবেশ করতে হবে।

এদিকে দরবারের সময় উপস্থিত হতে, মন্ত্রীদ্বয় উজ্জ্বল

বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে প্রাসাদ-অঙ্গনে এসে দাঁড়ালেন। দু'দলেরই বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ একে-একে এসে তাঁদের সঙ্গে রাজভবনে প্রবেশ করলেন। লর্ড-সাসেক্সের সঙ্গে ত্রিশিলিয়ান, ব্লাণ্ট ও র‍্যালে। আর, লর্ড-লিষ্টারের সঙ্গে ভার্নি গিয়েছিল সহচররূপে।

লর্ড-সাসেক্স আভিজাত্যে ও পদমর্য্যাদায় আর্ল-অফ-লিষ্টার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাই তিনি সর্ব্বপ্রথমে সভাগৃহে প্রবেশ করলেন। দ্বারী তাঁর সঙ্গে র‍্যালেকে ঢুকতে দিয়ে, সসম্ভ্রমে ত্রিশিলিয়ান ও ব্লাণ্টের প্রবেশপথে বাধা দিলে।

এদিকে কিন্তু লর্ড-লিষ্টারের সঙ্গে প্রবেশকালে ভার্নির পথ যখন দ্বারী রোধ ক'রে দাঁড়ালো, তখন লিষ্টার ভয়ানক চটে উঠলেন। তাঁর সহচরকে অপমান করা! তিনি দ্বাররক্ষককে এর জন্যে বিস্তর ভৎর্সনা করলেন।

দ্বারী বললে, প্রভু, আমার অপরাধ নেবেন না—রাণীর যেরূপ আদেশ, আমি সেইরূপ কাজ করেছি।

আর্ল আর কিছু না ব'লে সভায় প্রবেশ করলেন।

রাণী তখন ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিমান সব রাজপুরুষ-পরিবৃতা হয়ে সিংহাসনে আসীনা। এমন সময় সেই দ্বারী তাঁর সুমুখে গিয়ে সবিনয়ে নিবেদন করলে, রাণীমা, আমি কার কথা শুনবো—আপনার, না, লর্ড-লিষ্টারের? এই দেখুন না, আপনার আদেশ পালন করেছি ব'লে লর্ড লিষ্টার আমায় সকলের সামনে ভীষণ অপমান করলেন।

দ্বারীর এইরকম স্পর্দ্ধা দেখে সকলেই স্তম্ভিত হ'য়ে গেল।

কিন্তু রাণী এই শুনে ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে লর্ড-লিষ্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন, লর্ড, এসব কি শুনছি? আমার আদেশ অমান্য করবার ক্ষমতা আপনাকে কে দিয়েছে? আর আমার কর্ম্মচারীকে শাসন করবারই বা আপনার কি অধিকার আছে? আপনি জানবেন, এই রাজসংসারে—শুধু রাজসংসারেই বা কেন, সমগ্র ইংল্যাণ্ডে একজনমাত্র কর্ত্রী থাকবে—প্রভু আর কেউ থাকবে না। এই ব'লে দ্বারীর দিকে চেয়ে তাকে আদেশ করলেন, যাও। তুমি যে তোমার কর্ত্তব্য পালনে কোনো ত্রুটি করোনি তাতে আমি খুশী হয়েছি।

দ্বারী যখন হৃষ্টমনে চ'লে গেল, তখন লজ্জায় লর্ড-লিষ্টার অধোবদন হয়ে রইলেন।

লিষ্টারকে এইভাবে অপমানিত হতে দেখে, অপরপক্ষ, অর্থাৎ সাসেক্স-দল হর্ষোৎফু হয়ে উঠলো।

রাণীর চোখে কিন্তু কিছুই এড়ায় না। তাই তিনি লর্ড সাসেক্সকে সম্বোধন ক'রে বললেন, আপনি বহুসংখ্যক সৈন্য-সামন্তের পৃষ্ঠপোষক হয়ে, রাজ্যে অশান্তির বীজ বপন করছেন কেন?

লর্ড-সাসেক্স এর উত্তরে বললেন, রাজ্ঞী, সে তো আপনারই জন্যে। আমার সৈন্যরা আপনারই কাজে আয়র্লণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে যুদ্ধ করেছে, আবার উত্তরাঞ্চলে বিদ্রোহী আর্লদেরও বিরুদ্ধে অভিযান করেছে। কিন্তু, আমি—

কেনিলওয়ার্থ

ইংল্যাণ্ডেশ্বরী রাণী এলিজাবেথের মুখের ওপর এইরকম জবাব দেওয়াতে তিনি রাগে জ্বলে উঠলেন। তারপর ক্রোধ-জড়িতস্বরে বললেন, চুপ, আর বলতে হবেনা। আমার সঙ্গে তর্ক? লর্ড-লিষ্টারের মত আপনার নম্রতা শিক্ষা করা উচিত।

এই ব'লে একটু থেমে তিনি আবার শুরু করলেন, আমি আপনাদের আদেশ করছি যে, আপনারা দু'জনে মন থেকে সমস্ত ঈর্ষার ভাব মুছে ফেলে এই মুহূর্ত্তে পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্বে মিলিত হোন। আমি আমার রাজ্যে এইরকম বিরুদ্ধ-ভাবের প্রশ্রয় দিতে একেবারে নারাজ লর্ড-সাসেক্স! লর্ড-লিষ্টার! আপনারা এই মুহূর্ত্তে উভয়ে উভয়ের করমর্দ্দন ক'রে সমস্ত অশান্তি বিনাশ করুন।

রাণীর এই আদেশসত্ত্বেও তাঁরা দু'জনেই কিন্তু তেমনি নিশ্চল হয়ে ব'সে রইলেন।

তখন রাণী আবার উত্তেজিতকণ্ঠে ব'লে উঠলেন, আমি আবার আপনাদের আদেশ করছি—হয় আপনারা আমার আজ্ঞা পালন করুন, নয়তো লণ্ডন-টাওয়ারে আপনাদের কারাবাস করতে হবে—স্মরণ থাকে যেন।

তখন উভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে উভয়ের করমর্দ্দন করলেন।

রাণীর দুই চোখ তাই দেখে প্রীতি ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, কোথায় আপনারা রাজ্যের স্তম্ভরূপে রাজ্যভার বহন ক'রে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনবেন, তা নয়,

নিজেরাই প্রতিদ্বন্দ্বীতা ক'রে দেশের মধ্যে অশান্তির বীজ বপন করছেন! ছিঃ!

এই ব'লে একটু থেমে একবার ঈষৎ আড়চোখে লর্ড-লিষ্টারের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, লর্ড-লিষ্টার, আপনার পরিবারবর্গের মধ্যে ভার্নি ব'লে কেউ আছেন?

লিষ্টার নম্রকণ্ঠে উত্তর দিলেন, আছে।

তখন রাণী একটা কাগজ তাঁর সামনে বিস্তারিত ক'রে বললেন, আর এই আবেদনপত্রে দেখছি আর-এক ব্যক্তির নাম—ত্রিশিলিয়ান! তিনিই বা কোথায়?

আদেশমাত্র ভার্নি ও ত্রিশিলিয়ান সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ভার্নি প্রথমে তার প্রভুর দিকে তাকিয়ে তারপর রাণীর দিকে মুখ ঘোরালে।

তখনো কিন্তু লর্ড-লিষ্টার ব'সে ছিলেন নতমস্তকে। তাই প্রভুর কাছ থেকে কোনোরকম উৎসাহ না পেয়ে ভার্নি প্রথমটা একটু ঘাব্‌ড়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে অতি চতুর ব্যক্তি, কাজেই সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাপারটার ঈঙ্গিত বুঝতে পেরে মনে-মনে অনেক যুক্তি এঁটে নিলে।

তাই রাণী যখন তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি 'লিদকোর্ট' বাসী স্যার হিউগ রবসার্টের কন্যাকে পিতৃগৃহ থেকে অপহরণ ক'রে এনেছো?

তখন ভার্নি যুক্তকরে হাঁটু গেড়ে ব'সে প'ড়ে সসম্ভ্রমে সে-অভিযোগ মেনে নিলে। এবং তার হেতু জিজ্ঞাসা করাতে

ভার্নি বললে, ত্রিশিলিয়ানের সঙ্গে পাছে তার বিয়ে দেন তার বাবা, তাই আমি একাজ করেছি। অবশ্য, আমি তাকে বিয়ে করবো বলেই নিয়ে এসেছি এবং সেও তাতে সম্মত আছে।

এইকথা শুনে লিষ্টার সচকিত হয়ে উঠলেন এবং তখনি এই মিথ্যার প্রতিবাদ জানাবার জন্যে উদ্যত হলেন। কিন্তু পাছে রাণীর কাছে ধরা প'ড়ে যান যে, তিনি বিবাহ করেছেন, এইজন্যে চেপে গেলেন। তবে মনে-মনে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন।

রাণী তখন প্রশ্ন করলেন, তুমি কি তাকে বিবাহ করেছো?

ভার্নি কিছুক্ষণ ইতস্তত ক'রে বললে, আজ্ঞে, হাঁ।

এইবার লিষ্টার আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। তাঁর ভৃত্যের এতদূর স্পর্দ্ধা যে, মনিবের সামনে এইকথা বলে! এই মনে ক'রে তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে গাল দিয়ে উঠলেন, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ব'লে।

রাণী সঙ্গে-সঙ্গে ব'লে উঠলেন, আপনি রাগ করবেন না, ওর পরীক্ষা এখনো শেষ হয়নি। ব'লে আবার ভার্নিকে তিনি প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, তোমার প্রভু কি এ-বিষয়ের কিছু জানেন? সত্যি কথা বলবে—তা নাহ'লে তোমার কঠিন শাস্তি হবে—মনে রেখো।

ভার্নি বললে, ঈশ্বর সাক্ষী, আমি সত্যিই বলছি—আমার প্রভু এসব বিষয়ের কারণ না হয়েও মূল কারণ!

লিষ্টার এই শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। এবং মনে-মনে বললেন, ওরে বদমাস্, তুই আমার সর্ব্বনাশ করতে চাস্?

কেমিলওয়াথ

রাণী তখন হুকুম দিলেন সমস্ত সভাসদদের—সেখান থেকে একবার একটু ভেতরে চ'লে যাবার জন্যে।

তাঁরা চ'লে গেলে রাণী বললেন, ভার্নি, এইবার বলো তো তোমার প্রভু এর মধ্যে কি-ভাবে লিপ্ত আছেন?

ভার্নি বললে, প্রভুর নামে অপবাদ রটনা করবো এমন মূর্খ আমি নই, তবে ইদানীং প্রভুকে যেন সর্ব্বদাই কেমন অন্যমনস্ক থাকতে দেখি। সংসারের দিকে তাঁর এখন একতিলও মন নেই। কাজেই, আমরাও নির্ভয়ে তাঁর এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে যা-ইচ্ছে তাই ক'রে থাকি, সেইজন্যে প্রভু নিরপরাধ হয়েও আমাদের এই অপরাধের ভাগী হন।

রাণী বললেন, তাহ'লে প্রত্যক্ষভাবে তোমার প্রভু কোনো অপরাধে জড়িত নন?

ভার্নি বললে, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, পরোক্ষভাবে ত' নিশ্চয়ই। বিশেষ ক'রে যেদিন থেকে একটি পুলিন্দা পেয়েছেন, সেদিন থেকেই ওঁর মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছে—এটা লক্ষ্য করছি।

রাণী অধিকতর কৌতূহল প্রকাশ ক'রে বললেন, পুলিন্দা? কিসের পুলিন্দা এবং কোথা থেকে তিনি পেলেন?

ভার্নি বললে, কোথা থেকে যে পেলেন তা জানিনা, তবে লক্ষ্য করেছি যে, কোনো এক রমণীর কবরীর একগুচ্ছ সুন্দর কেশ তিনি সর্ব্বদাই নিজের বক্ষে ধারণ ক'রে থাকেন!

তখন রাণী সেই অলকগুচ্ছের বর্ণ কিরূপ সে-সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞেস করলেন। ভার্নি কবিদের মত সেই অলকগুচ্ছের ওপর

নানারূপ উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে, শেষে রাণী এলিজাবেথের মস্তকের দিকে চেয়ে বললে, সেই দেবদুর্ল্লভ কেশের একমাত্র তুলনা হয় আপনার কেশের সঙ্গে।

এইকথা শুনে রাণী মনে-মনে ভারী খুশী হলেন এবং লিষ্টার যে তাকে কত ভালোবাসেন, এ-থেকেই তা বুঝতে পারলেন। তখন তিনি প্রসন্ন-দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে লিষ্টারকে অভিনন্দিত করলেন। তারপর সকলের সামনে উন্মুক্তকণ্ঠে লিষ্টারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বললেন, তাঁর রাজ্যে এ-রকম বিশ্বস্ত ব্যক্তি আর কেউ নেই।

এই শুনে লিষ্টারের পক্ষ থেকে একটা হর্ষধ্বনি উঠলো এবং তা লক্ষ্য ক'রে অপর-পক্ষ আবার তেমনি ঈর্ষিত ও বিষণ্ণ হয়ে পড়লো।

তখন লিষ্টার বললেন, ভার্নির অপরাধের জন্যে আমি তার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছি।

রাণী তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, ঠিক কথা বলেছেন, আমি তার বিচারের কথা ভুলেই গেছি। ব'লে, অভিযোগকারী ত্রিশিলিয়ানকে তিনি তখন ডাকলেন।

তৎক্ষণাৎ ত্রিশিলিয়ান ম্লানমুখে রাণীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

তাঁর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে রাণী বললেন, বাস্তবিক এ-ভদ্রলোকের জন্য আমি মনে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করছি। কিন্তু এর উপায়ই-বা কি? আপনি যাকে বিয়ে করবেন ব'লে স্থির ক'রে রেখেছিলেন, সে যদি আপনাকে

পছন্দ না ক'রে অন্য কাউকে বিয়ে করে, তাহ'লে আপনার উচিত এক্ষেত্রে তাকে ভুলে যাওয়া। তাছাড়া, কন্যার পিতারও এতে দুঃখ করার কিছু নেই, বরং তাঁর জামাতা যাতে সুখে থাকে, যাতে তাঁর চাকরির উন্নতি হয় তার ব্যবস্থা করলে তিনি আরো দ্রুত রোগমুক্ত হবেন। আর আপনাকে আমরা পরিত্যাগ করবো না—আপনি এখানেই থাকতে পারেন।

এর উত্তরে ত্রিশিলিয়ান কিছু বলবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, রাণী আবার ব'লে উঠলেন, এক রমণীর পক্ষে দু'জনকে বিবাহ করা ত' সম্ভব নয়! তাছাড়া, সে যখন ভার্নিকে পছন্দ ক'রে বিয়ে করেছে—

ত্রিশিলিয়ান আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। এইবার ব'লে ফেললেন, এই কি বিচারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি? কিন্তু, ভার্নির কথা যে সত্যি তার প্রমাণ কি?

এইকথা শুনে রাণী সচকিত হয়ে উঠলেন এবং লর্ড-লিষ্টারের দিকে চেয়ে বললেন, আপনি এ-সম্বন্ধে যা জানেন সত্যি ক'রে বলুন—আপনার ভৃত্য কি সত্যি-সত্যি এমিকে বিয়ে করেছে?

এইকথায় লিষ্টার মনে-মনে বড়ো অপমান বোধ করলেন। তাঁর স্ত্রীকে তাঁর ভৃত্য বিয়ে করেছে এ-কথা সকলের সামনে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেও যেন তার জিহ্বা সঙ্কুচিত হ'তে লাগলো। তবুও নিজেকে সবদিক থেকে রক্ষা করবার জন্যে সেই কথাটাকেই যতদূর সম্ভব ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে-রমণী যে বিবাহিতা স্ত্রী, সে-সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা নেই।

ত্রিশিলিয়ান তখন বিনীতকণ্ঠে রাণীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, এ-ক্ষেত্রে আমি কি প্রশ্ন করতে পারি যে, কখন, কোথায় এবং কিভাবে তাদের বিয়ে হয়েছে ?

এর উত্তরে রাণী বললেন, কেন, আপনি কি লর্ড-লিষ্টারের কথায় সন্দেহ করছেন ? আচ্ছা, এখন থাক্, পরে সময়মত এর একটা মীমাংসা করা যাবে।

এই ব'লে তিনি তখন লিষ্টারকে সম্বোধন ক'রে বললেন, লর্ড, আমরা আগামীসপ্তাহে আপনার কেনিলওয়ার্থ-দুর্গে বেড়াতে যাবো—আপনি লর্ড-সাসেক্সকেও নিমন্ত্রণ করুন সেখানে যাবার জন্যে।

লিষ্টার তখন অধিকতর বিনীতকণ্ঠে বললেন, লর্ড যদি অনুগ্রহ ক'রে ওইদিন আমার বাসভবনে পদধূলি দেন ত' আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।

সাসেক্স অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। এইবার রাণী তাঁদের দু'জনকেই ডেকে বললেন, আপনাদের সঙ্গে ভার্নি ও ত্রিশিলিয়ান যেন যান এবং আমার সঙ্গে কেনিলওয়ার্থে দেখা করেন।

তারপর ভার্নির দিকে ফিরে তিনি বললেন, ভার্নি, তুমি কিন্তু তোমার স্ত্রীকেও সেদিন ওখানে নিয়ে যেয়ো। লর্ড-লিষ্টার, আপনি কিন্তু এ-বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন, যেন অন্যথা না হয়। এই ব'লে তিনি সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ ক'রে দিলেন।

ছয়

এদিকে, ঘরে ফিরে গিয়ে লর্ড-লিষ্টার অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়লেন। তাঁর চিন্তা হলো—এমিকে নিয়ে। রাণী, এমিকেও সেখানে আসতে বলেছেন। আর সে এলেই ত' যত বিপদ! সে যে তার স্ত্রী, এ-কথা কেমন ক'রে গোপন রাখবে! রাণীর যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি! তাছাড়া, ভার্নি তাঁর ভৃত্য—কি-ক'রে সর্ব্বসমক্ষে এমিকে তার স্ত্রী ব'লে তিনি পরিচয় দেবেন! আর এ-বিষয়ে এমিও কিছুতেই রাজী হবেনা তা তিনি জানতেন; কেননা সে তাঁদের এই বিয়ের ব্যাপারটা সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করবার জন্যে কেবলই তাঁকে তাগাদা দিচ্ছে। সেদিনও এখানে চিঠি এসেছে!

কয়েকদিন ধ'রে এইকথা চিন্তা করেও কিছু মীমাংসা করতে না পেরে অবশেসে তিনি ভার্নিকে ডাকলেন।

ভার্নি উপস্থিত হ'লে তিনি বললেন, এদিকে ত' রাণীর আসবার দিন এসে গেল এবং তিনি যখন এমিকে 'কেনিলওয়ার্থে' তাঁর সামনে না এনে ছাড়বেন না—তখন একটা উপায় স্থির না করলেও ত' সর্ব্বনাশ!

ভার্নি বললে, অবস্থাবিশেষে মানুষকে সব-রকমই মেনে নিতে হয়। কেন, কয়েকটা দিন আমার স্ত্রী ব'লে পরিচয় দিলেই ত' সব গোলমাল মিটে যায়—তাতে কি তিনি রাজী নন?

আর্ল বললেন, এমি—আমার স্ত্রী হ'য়ে কিভাবে তোমার ব'লে পরিচয় দেবে? এতে আমারও আত্মসম্মান বজায় থাকবে না আর, তার ত' কথাই নেই।

ভার্নি বললে, রাণী ত' তাঁকে আমার স্ত্রী বলেই জানেন, কিন্তু এখন আবার তার প্রতিবাদ করতে গেলেই ত সব রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে!

আর্ল একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, দেখ ভার্নি, আমি এতে রাজী থাকলেও, এমি কিছুতেই হবেনা। কাজেই, অন্য কোনো উপায়ে এর প্রতিকার করা যায় কিনা চিন্তা করো।

ভার্নি বললে, আচ্ছা, যদি অপর কোন রমণীকে এমি ব'লে সাজিয়ে রাণীর সামনে বার করা যায়—তাহ'লে কেমন হয়?

লিষ্টার বললেন, তোমার কি মাথা খারাপ? সেখানে ত্রিশিলিয়ান থাকবে, এমির পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-কুটুম্বরাও আসবে। তারা যদি প্রকাশ ক'রে দেয় ত' কি সর্ব্বনাশ হবে ভেবে দেখেছো কি? এছাড়া অন্য কোনো উপায় ভাবো।

ভার্নি বললে, আমার যদি এ-রকম অবস্থা হতো ত' আমি জোর ক'রে আমার স্ত্রীকে বাধ্য করাতাম।

আর্ল তখন চিন্তাক্লিষ্টমুখে বললেন, আমি অবশ্য এ-রকম অমর্য্যাদাসূচক কাজ করতে চাইনা। তবে অন্য কোনো উপায় যখন নেই তখন বাধ্য হয়েই তোমার পরামর্শমত কাজ করতে হবে।

ভার্নি তখন উল্লসিত হয়ে বললে, আর, আমার পরামর্শমত

কাজই যদি করতে রাজী থাকেন ত' সেইরকম নির্দ্দেশ দিয়ে আমার হাতে একখানা চিঠি লিখে দিন—যাতে তাঁর কাছে গিয়ে দেখালে তিনি সব বুঝতে পারেন।

লিষ্টার তখনি একখানি চিঠি লিখে তার হাতে দিলেন। তাতে সব কথা তিনি লিখতে পারলেন না। কেবল এইটুকু লিখে দিলেন যে, বর্ত্তমানে তিনি এমন এক বিপদে পড়েছেন, যাতে শুধু মান নয়, প্রাণ পর্য্যন্ত তাঁর যেতে পারে, তাই ভার্নি যা বলে তার কথামত ও উপদেশমত চলতে তিনি তাঁকে অনুরোধ করছেন।

ভার্নি আর কালবিলম্ব না ক'রে এক দ্রুতগতি অশ্বে চেপে তৎক্ষণাৎ কাম্নর-ভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হলো।

কিন্তু ভার্নিকে চিঠিটা লিখে দেবার পরই হঠাৎ লিষ্টারের মনে হলো, কাজটা হয়তো ভালো হলোনা। তাই তাড়াতাড়ি তাকে ডাকতে গিয়ে তিনি দেখলেন, তার দ্রুতগতি অশ্বের পদধ্বনি দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ভার্নি—শয়তান। তার মনস্কামনা এতদিনে সিদ্ধ হলো। সে এইরকম একটা সুযোগের অপেক্ষাই করছিল। প্রভুপত্নীর রূপে সেও মুগ্ধ হয়েছিল। তাই ঘোড়ায় চ'ড়ে ছুটতে-ছুটতে সে ভাবলে, এতজন লোকের সামনে একবার যদি তাকে স্বামী ব'লে এমি স্বীকার ক'রে নেয় ত' আর কি—'কেল্লা মার দিয়া!' উল্লাসে তার বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠলো। আর, তাতে যদি সে রাজী না হয় ত' তার ব্যবস্থাও ভার্নি ক'রে

রেখেছে। আলাস্কোর কাছ থেকে এমন ওষুধ সে নিয়ে রেখেছে যা খেলে তার শরীর সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন হয়ে পড়বে, আর তাহ'লেই অসুখের অছিলায় এমির আর কেনিলওয়ার্থে যাওয়া সম্ভব হবেনা। তার জন্যে আলাস্কোকে সে আগে-থাকতে 'কাম্নর-ভবনে' পাঠিয়ে ঠিক ক'রে গ'ড়ে-পিঠে রেখেছিল।

সাত

এদিকে কাম্নর-ভবনে উপস্থিত হয়ে ভার্নি প্রথমেই এমির ঘরে গেল। এমি তখন তাঁর সখী জেনেটের সঙ্গে লর্ড-লিষ্টারের বিষয়ই আলোচনা করছিল।

জেনেট হলো, ফষ্টারের কন্যা। এমির সখীরূপে সে তাকে সর্ব্বদা সাহায্যদান করতো।

ভার্নিকে দেখেই তারা দু'জনে ব্যাকুল হয়ে উঠলো, লড লিষ্টারের সংবাদ শোনবার জন্যে।

কিন্তু ভার্নি এমিকে বললে, তাঁর সংবাদ নির্জ্জনে বলবো।

তখনি জেনেট সে-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এইবার ভার্নি দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়ে বললে, আপনার স্বামীর হুকুম, আপনাকে কিছুদিনের জন্যে আমার স্ত্রী ব'লে পরিচয় দিতে হবে।

এইকথা শোনামাত্র এমির মুখ-চোখ রাগে লাল হয়ে উঠলো এবং তিনি চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, কি? এতবড় স্পর্দ্ধা তোর শয়তান, যে, তুই আমায় এ-রকম কুৎসিত কথা বলিস?

ব'লে তিনি তখন জেনেট ও ফষ্টারের নাম ধ'রে ডেকে উঠলেন, এই, তোরা কোথায় গেলি? তোরা শীগ্‌গির দরজা ভেঙে ঘরে চ'লে আয়—এই লম্পট আমায় বন্দী করেছে।

কেনিলওয়ার্থ

বন্ধ-ঘরের ভেতর থেকে সহসা এইরকম চীৎকার শুনে তারা দরজা ভেঙে ঘরের মধ্যে ছুটে এসে দেখলে, ভার্নি রাগ চাপতে না পেরে দাঁতে-দাঁতে কুকুরের মত ঘষছে, আর এমি দলিতা-ভুজঙ্গিনীর মত আস্ফালন ক'রে বলছেন, প্রভুর আদেশের ছল ক'রে তুমি তার স্ত্রীর ওপর তোমার দুরভিসন্ধি সাধন করতে এসেছো—এতদূর তোমার স্পর্দ্ধা ও সাহস বেড়েছে? দুশ্চরিত্র! লম্পট! আমার স্বামীর আদেশ যে—কেনিলওয়ার্থে গিয়ে রাজ-সভার মধ্যে তোমার মত ইতর-ভৃত্যকে আমি স্বামী ব'লে পরিচয় দেবো! এ-কথা মুখে উচ্চারণ করতেও একবার বাধলো না।

ক্ষোভে ও অপমানে তখন ভার্নির সর্ব্বশরীর কাঁপছিল। সে কোনোরকমে মনের উত্তাপ চেপে রেখে আর্লের চিঠিখানা এমির হাতে দিয়ে বললে, এই দেখুন, আপনার স্বামীর স্বহস্তলিখিত আদেশপত্র।

চিঠিখানা প'ড়ে এমির রাগ যেন আরো বেড়ে গেল। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে চিঠি ছিঁড়ে কুটিকুটি ক'রে সেখানে ফেলে দিয়ে তার ওপর পদাঘাত করতে-করতে বললেন, আমার স্বামীর মত মহান ব্যক্তি কখনো এ-রকম আদেশ দিতে পারেন না। আর, যদি তিনি দিয়ে থাকেন ত' তাঁর সেই আদেশপত্র আমি পদদলিত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিনা।

ভার্নি তখন সকলকে সম্বোধন ক'রে বললে, তোমরা সকলে সাক্ষী রইলে যে, উনি আমার প্রভুর আদেশপত্র ছিঁড়ে ফেললেন শুধু আমাকে অপরাধী করবার জন্যে!

এমি বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে ব'লে উঠলেন, হ্যাঁ, সাক্ষী রইলেন, কিন্তু তুমি শীগগির আমার সামনে থেকে দূর হও, আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাইনা।

এইসব অপমান ভার্নি তখন মুখ বুজে হজম করলে, বাইরে কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেনা। শুধু ফষ্টারকে ডেকে নিয়ে, মাটির নীচে যে-ঘরের মধ্যে আলস্কা নানারকম রাসায়নিক-জিনিসপত্র নিয়ে গবেষণায় রত ছিলেন সেখানে গেল। তারপর দ্বার রুদ্ধ ক'রে তারা গুপ্ত-পরামর্শ শুরু ক'রে দিলে।

এদিকে এমি তখন জেনেটের কাছে দারুণ কান্নাকাটি শুরু ক'রে দিয়েছেন।

তিনি বললেন, আমি আর এখানে থাকবো না, এখানে আমার বড়ো ভয় করছে, আমি এখান থেকে পালিয়ে যাবো।

জেনেট বললে, কিন্তু, এইরকম উঁচু পাঁচিল-ঘেরা জায়গা থেকে কি-ভাবে পালাবেন, আর, পালিয়েই-বা যাবেন কোথায়?

এমি বললেন, কোথায় যাবো জানিনা, তবে যেখানে আমার মান-সম্ভ্রম বিপন্ন হতে বসেছে, সেখান থেকে পরিত্রাণের উপায় কি ঈশ্বর একটা ক'রে দেবেন না?

ভগবান মঙ্গলময়। তিনি একটা উপায় ক'রে নিশ্চয়ই দেবেন, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। এই ব'লে জেনেট যখন এমিকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলো, ঠিক সেই সময় জেনেটের বাবা ফষ্টার, এক-হাতে একটা কাঁচের গেলাস ও অন্য-হাতে একটা বোতল এনে, এমিকে সেই বোতলের ওষুধটা খেতে বললেন।

তাঁর কথা বলার ভাবভঙ্গী দেখে, এমি ও জেনেট দু'জনেই ভয়ে শিউরে উঠলো। জেনেট মুহূর্ত্ত কয়েক স্তম্ভিত-দৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে, বাবা, এগুলো আমার কাছে রেখে যাও—উনি যখন দরকার বোধ করবেন, আমি নিজে হাতে ক'রে তখন ওঁকে ঢেলে দেবো।

ফষ্টার তখন তীব্রস্বরে বললেন, তোমায় আর ঢেলে দিতে হবেনা, তুমি এখন এখান থেকে চ'লে যাও—উপাসনা করার সময় হয়েছে।

এই কথাটা বলার সময় তার পিতার কণ্ঠস্বরটা যে কেঁপে উঠেছিল তা জেনেটের চক্ষু এড়ায়নি। তাই সে সঙ্গে-সঙ্গে ব'লে উঠলো, যতক্ষণ না কর্ত্রীঠাকুরাণীর বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই ততক্ষণ এখান থেকে এক-পাও কোথাও নড়বো না।

এই ব'লে একটু থেমে, জেনেট আবার তার পিতাকে বললে, যদি এই ওষুধ সেবনে উনি সুস্থ ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, তাহ'লে আমিও ত' এ-ওষুধ পান করলে সুস্থ ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবো? তবে দাও বোতলটা, আমি একটু খাই।

যেমন এইকথা ব'লে জেনেট বোতলটা পিতার হাত থেকে নিলে, অমনি ফষ্টার সেটা কন্যার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঘর থেকে দ্রুত প্রস্থান করলেন।

জেনেট এইবার এমির মুখের দিকে চেয়ে কেঁদে ফেললে।

এমি দয়ার্দ্রদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কেঁদোনা জেনেট।

জেনেট চোখের জল মুছতে-মুছতে উঠে দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'রে বললে, বিদায়।

এমি করুণকণ্ঠে বললেন, জেনেট! এই দারুণ বিপদের সময় তুমিও কি আমায় ত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছো?

জেনেট বললে, প্রাণ থাকতে আমি আপনাকে পরিত্যাগ করবো না। আমি এখুনি আসছি। দেখি, ঈশ্বর আপনার পরিত্রাণের কোনো পথ দেখান কিনা! বলতে-বলতে জেনেট দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ছদ্মবেশ ধ'রে ওয়েল্যাণ্ড সেখানে এসে জেনেটকে সাবধান ক'রে দিয়ে গিয়েছিল—তার বাপ, ভার্নি ও আলাস্কার সম্বন্ধে। তারা হয়তো কার্য্যোদ্ধারের জন্যে কোনো বিষাক্তদ্রব্য সেবন করতে দিতে পারে এমিকে—এ-কথাও ব'লে দিয়েছিল। এবং যদি সে-রকম কিছু ঘটে, তাহ'লে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে একটি বিষঘ্ন-ওষুধও সে তার হাতে দিয়ে বলেছিল, এটা আগে খাওয়া থাকলে, তারপরে যত বড় তীব্র-বিষই কেউ দিকনা কেন, তার কোনো ক্রিয়া হবে না দেহে।

জেনেট অতি চতুরা। সে অনেক-রকম ক'রে সেই ছদ্মবেশী লোকটিকে পরীক্ষা ক'রে—সে যে সত্যিসত্যিই এমির মঙ্গলকাঙ্ক্ষী এবং ত্রিশিলিয়ান কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়েছে সে-খবর জেনেছিল। তাই সে-ওষুধটা তখুনি এমিকে খাইয়ে রেখেছিল। এমি অবশ্য সেই ওষুধের যে এত গুণাগুণ সে-সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না।

কেনিলওয়ার্থ

আট

এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরে জেনেট যেমন এমির ঘরে এসে ঢুকলো, অমনি এমির চোখ ছলছলিয়ে এলো। তিনি অতিকষ্টে বললেন, জেনেট, সর্ব্বনাশ হয়েছে। ভার্নি বল প্রয়োগ ক'রে আমায় সেই বিষ খাইয়ে দিয়ে গেছে! আমি হয়তো আর বাঁচবো না—এই শেষ!

জেনেট বললে, ভগবানকে ধন্যবাদ! তিনিই আপনাকে এ-থেকে রক্ষা করেছেন। আমি আগেই আপনাকে যে-ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিলুম, সে হলো, বিষঘ্ন। তার ওপর আর কোনো বিষ ক্রিয়া করতে পারেনা। কাজেই নিশ্চিন্ত হোন্।

তারপর কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে বললে, এখন ত্রিশিলিয়ানের বন্ধু ওয়েল্যাণ্ড, যে ছদ্মবেশে এসে আগে থাকতে এই বিষঘ্ন-ওষুধটি দিয়ে সাবধান ক'রে গিয়েছিল আপনার প্রাণ রক্ষার্থে, সে-ই আবার একটি সুসজ্জিত ঘোড়া নিয়ে পেছনের দোরে এসে অপেক্ষা করছে। আপনি কি এখন এই দুঃসাহসিক কাজ করতে পারবেন? তবে, লোকটি যে বিশ্বাসী ও সত্যবাদী সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

এমি বললেন, ঈশ্বর আমার বুকে বলসঞ্চার করবেন—এ-ষড়যন্ত্রের ভেতর থেকে আমি এখুনি মুক্তি চাই! জেনেট, তুমি শীগগির আমার পালাবার একটা ব্যবস্থা করো।

এই ব'লে তিনি ত্রিশিলিয়ানের মহানুভবতার কথা জেনেটকে বললেন।

জেনেটের কাছে একটা চাবি থাকতো, সে তাই দিয়ে পেছনের দরজা খুলে বাইরে যাতায়াত করতো।

জেনেট তাড়াতাড়ি একটা ছোট বাক্সর মধ্যে কতকগুলি অত্যাবশ্যক জিনিস ও অলঙ্কার দিয়ে এবং এমিকে ছদ্মবেশে সাজিয়ে, বাগানের একটা সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে এমিকে নিয়ে যেতে-যেতে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলে, আপনি কি এখন আপনার বাবার কাছে যেতে চান? তাহ'লে কিন্তু সকল দিক থেকেই মঙ্গল হবে।

এমি বললেন, না জেনেট, যতদিন না আমার স্বামী সকলের সামনে আমায় তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী ব'লে স্বীকার করবেন, ততদিন আমি বাপের বাড়ী যাবোনা। এখন আমি 'কেনিল-ওয়ার্থে' আমার স্বামীর ভবনে রাণীর আগমন-উৎসব দেখতে যাবো।

জেনেট বললে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আপনাকে সেখানে বিপুল সমাদরে গ্রহণ করেন।

এমি এর উত্তরে বললেন, আমি ত' তাঁকে অপদস্থ করতে বা তাঁর যাতে অনিষ্ট হয় এমন কোনো কাজ করতে যাচ্ছিনা, আমি তাঁর বিশ্বস্ত রক্ষীদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়েই ত' এই স্থান ত্যাগ করছি। আমি তাদের অত্যাচারের কথা তাঁকে গিয়ে সব বললে তিনি নিজেই আমায় ক্ষমা করবেন।

এইসব আলোচনা করতে-করতে তারা একেবারে খিড়কির দরজায় এসে উপস্থিত হলো। এইবার জেনেটকে কাঁদতে দেখে, এমি বললেন, ছি, কেঁদোনা। যে-সব পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার আমার এখানে রইলো সব তুমি নিয়ো। আর, এখন তুমি যার সামান্যা সহচরী, আশা করি, এরপরে যখন আবার আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবে, তখন তুমি ইংল্যাণ্ডের প্রধান-রাজমন্ত্রী আর্ল-অফ-লিষ্টারের স্ত্রীর প্রধানা সহচরী হবে।

চোখের জল মুছতে-মুছতে জেনেট বললে, ভগবান যেন তাই করেন! এই ব'লে সে চাবি দিয়ে খিড়কীর দরজাটা খুলে দিলে।

সুসজ্জিত অশ্ব নিয়ে ওয়েল্যাণ্ড দূরে অপেক্ষা করছিল। তাদের দেখে যেমনি কাছে এলো, অমনি এমি প্রশ্ন করলেন, সব প্রস্তুত?

সে বিনীতকণ্ঠে বললে, আজ্ঞে, হাঁ।

এমি তখন খোড়ায় চাপতেই—ঘোড়া ছুটলো উর্দ্ধশ্বাসে। যাবার আগে এমি শুধু জেনেটকে এই উপদেশ দিয়ে গেল যে, সে যেন সকাল হ'লে সকলকে বলে, তাঁর শরীর খারাপ, অসুখ করেছে—কেউ যেন না তাঁর নিদ্রাভঙ্গ করে।

কেনিলওয়ার্থ

নয়

'কেনিলওয়ার্থ' ওখান থেকে দীর্ঘ পথ। ওয়েল্যাণ্ড অতি সাবধানে ছদ্মবেশে এমিকে নিয়ে চলতে লাগলো! শেষে কাছাকাছি একটা পান্থনিবাসে গিয়ে আশ্রয় নিতে তারা শুনলে, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে একদল অভিনয়কারী সেখান থেকে কেনিলওয়ার্থ অভিমুখে গিয়াছে।

ওয়েল্যাণ্ড তাই শুনে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লো। তার মনে এই ভরসা ছিল যে, যদি পথে সেই দলের সঙ্গে মিশে যেতে পারে ত' আর কোনো বিপদের আশঙ্কা থাকবে না—কেউ তাদের সহজে চিনতেই পারবে না।

দ্রুত অশ্ব চালিয়ে ওয়েল্যাণ্ড যখন এমিকে নিয়ে সেই অভিনেতৃদলের সঙ্গে মিশে গেল, তখন দলস্থ কেউই তাদের কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে না।

এদিকে ভার্নি ও লাম্বরণ আগেই কেনিলওয়ার্থ অভিমুখে যাত্রা করেছিল। তারাও ঠিক সেইসময় নাটকীয়ভাবে সেখানে এসে উপস্থিত হলো।

ওয়েল্যাণ্ড সর্ব্বদা তাদের সঙ্গে একটা মস্ত ব্যবধান রেখে সতর্কভাবে এমিকে নিয়ে চলছিল।

তারা এসে সেইদলের সাজ-সরঞ্জাম দেখে জিজ্ঞেস করলে, তোমরা কি অভিনয় করবার জন্যে কেনিলওয়ার্থে যাচ্ছো?

তাই যদি হয় ত' আর দেরী করলে ঠিকসময়ে সেখানে পৌঁছোতে পারবে না। তারপর তাদের একজনকে তারা জিজ্ঞেস করলে, এইমাত্র যে একটি পুরুষ ও একটি রমণী এলো—এরাও কি তোমাদের দলের লোক ?

ওয়েল্যাণ্ড এই শুনে কি একটা বলতে যাচ্ছিলো, এমন সময় সেইদলের ভেতর থেকে একটি বালক সহসা ভার্নির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে, ওরা দু'জনেই যাদুবিদ্যায় খুব ওস্তাদ। ওদের খেলা দেখবেন ?

ভার্নি বললে, না রে বাপু, না। এখন খেলা দেখবার সময় নয়। তোমরা একটু পা চালিয়ে চলো দেখি ?

এই ব'লে ভার্নি তার ঘোড়া জোরে ছুটিয়ে দিলে, আর লাম্বরণ ও তার পিছু-পিছু ছুটলো।

তাদের চ'লে যেতে দেখে, ওয়েল্যাণ্ড ও এমি দুজনেই যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

সেই বালকটি তখন একটি লাফ দিয়ে তাদের কাছে এসে বললে, ওয়েল্যাণ্ড, তোমার পরিচয় ত' আমি দিলুম, এখন তুমি বলতে পারো, আমি কে ?

ওয়েল্যাণ্ড বললে, তুমি—ডিকি।

ডিকি বললে, তুমি ঠিকই চিনেছো, কিন্তু তোমার সঙ্গের এই রমণীটির পরিচয় ত' জানতে পারলুম না।

সে বললে, ও আমার এক ভগ্নী। খুব ভালো গান গাইতে পারে।

কেনিলওয়ার্থ

ডিকি সঙ্গে-সঙ্গে ব'লে উঠলো, আমি গান শুনতে বড্ডো ভালোবাসি। একটা গান শোনাবে?

ওয়েল্যাণ্ড বললে, এখন নয়, পরে হবেখ'ন।

ডিকি তখন খুশী হ'য়ে চ'লে গেল দলের মধ্যে। সেও যাচ্ছিল কেনিলওয়ার্থে।

এদিকে ওয়েল্যাণ্ডের অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিকবিদ্যার ক্রিয়াকৌশল দেখে তাদের দলের সকলেই খুশী হয়ে, তাদের দু'জনকেই দল-ভুক্ত ক'রে নিলে। তারপর মিলে-মিশে সকলে একসঙ্গে বিশ্রাম ক'রে—খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার যাত্রা করলে।

পরদিন যথাসময়ে তারা যখন কেনিলওয়ার্থে এসে পৌঁছলো তখন দেখলে, সমস্ত নগর উৎসব-আনন্দে মেতে উঠেছে।

পথ দিয়ে দলে-দলে লোকজন কত জিনিসপত্র নিয়ে ছুটো-ছুটি করছে, কত গাড়ীঘোড়া, কত রাজকর্ম্মচারী, ডিউক, আর্ল মারকুইস, কত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আর কত কৌতূহলী-দর্শকবৃন্দ সেই মহোৎসবে যোগদান করবার জন্যে সুসজ্জিত হয়ে চলেছেন।

পথ সঙ্কীর্ণ কিন্তু লোকে-লোকারণ্য। তাই ওয়েল্যাণ্ড এমিকে নিয়ে সোজা রাস্তা দিয়ে না গিয়ে, কানন-প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে প্রচ্ছন্ন পথে অগ্রসর হতে লাগলো।

এইভাবে যেতে-যেতে একসময় সেই বনের মধ্যে থেকেই সেই বিরাট-দুর্গের শ্বেতবর্ণ সৌধশ্রেণী এমির চোকে পড়লো। এইবার তাঁর বুক কাঁপতে লাগলো। নিজের সেই হীন ছদ্মবেশের দিকে চেয়ে তিনি যেন লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হলো,

কেনিলওয়ার্থ

আজ এখানে তাঁর কি সম্মানিত ও বেগময় পরিচয় হবার কথা! যিনি আর্লের পত্নী, যিনি এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, যাঁর ঈষৎ কটাক্ষপাতে এর বিশাল সিংহদ্বার আপনা-আপনি খুলে যাবে, যিনি স্বয়ং রাণীকে বরণ ক'রে নিয়ে যাবেন, তিনি কিনা এইভাবে আজ ভিখারীর বেশে চোরের মত চুপি-চুপি চলেছেন! হায় অদৃষ্ট!

এমনি ক'রে মনেমনে নিজের হীনাবস্থার কথা চিন্তা করতে-করতে এমি যখন ওয়েল্যাণ্ডের সঙ্গে ফটকে এসে দাঁড়ালেন, তখন দ্বাররক্ষক তাদের গতিরোধ করলে। তারা বেছে-বেছে কেবলমাত্র নিমন্ত্রিত অভ্যাগত ও ক্রীড়াকৌতুক-প্রদর্শনকারীদের ভেতরে যেতে দিচ্ছিলো। যারা অনিমন্ত্রিত তারা দ্বাররক্ষকদের হাতে বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে আসছিল।

ওয়েল্যাণ্ড মনে মনে তাই শঙ্কিত হয়ে উঠলো। হয়তো এমিকে তারা ভেতরে ঢুকতেই দেবেনা—তার সঙ্গে এখুনি বিচ্ছেদ ঘটবে। কিন্তু সহসা ভাগ্য যেন তাদের প্রতি সদয় হলো। একজন দ্বারী তাদের যাদুকর ও যাদুকরী ভেবে তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকতে বললে।

এমি বরাবর গাঁয়ে থাকতেন। এর আগে কখনো রাজধানী দেখেন নি। তিনি ত' ভেতরে ঢুকে সেখানকার জাঁকজমক দেখে অবাক! সেই বিরাট ও বহুদূরবিস্তৃত অট্টালিকাশ্রেণী দেখে যেন তাঁর মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগলো।

ওয়েল্যাণ্ড তখন এমিকে বললে, এখন আমার ওপর কি আদেশ হয়?

এইকথা শুনে এমি নিজের কপালে করাঘাত ক'রে বললেন, আদেশ ! আদেশ করবার আমার ক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু আদেশ পালন করবে কে ?

এমন সময় সামনে একজন কর্ম্মচারীকে দেখতে পেয়ে এমি তাকে অনুরোধ করলেন, লর্ড লিষ্টারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ করিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু সেই লোকটি তাঁর দরিদ্রের মত বেশভুষা দেখে তাঁকে বিদ্রূপ ক'রে চ'লে গেল।

তখন ওয়েল্যাণ্ড একজন ভদ্র ও মিষ্টভাষী প্রহরীকে কিছু বকশিশ দিয়ে 'মারভিন টাওয়ারে' এমির জন্যে একটি নিরিবিলি ঘরের ব্যবস্থা ক'রে নিলে। ঐ প্রহরীটি তাদের থাকা, খাওয়া প্রভৃতি সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত বন্দোবস্তই ক'রে দিলে।

তারপর এমি, লর্ড লিষ্টারের নামে একখানি চিঠি লিখে, তার ওপর তাঁর রেশমের মত সুন্দর কেশগুচ্ছ জড়িয়ে, ওয়েল্যাণ্ডের হাতে দিয়ে সেখানি তাঁর স্বামীর কাছে পৌঁছে দিতে বললেন।

ওয়েল্যাণ্ড তৎক্ষণাৎ চিঠিখানি হাতে ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আর এমি ঘরে খিল লাগিয়ে দিয়ে ব'সে রইলো।

ওয়েল্যাণ্ড, লিষ্টারের কাছে না গিয়ে প্রথমেই ত্রিশিলিয়ানের খোঁজ করলে। কিন্তু লোকমুখে শুনলে যে, ত্রিশিলিয়ান দু'জন মন্ত্রীর সঙ্গে রাণীকে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্যে 'ওয়ার উইকে' গিয়েছেন, সেখান থেকে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁরা রাণীর সঙ্গে কেনিলওয়ার্থে আসবেন।

তাই ওয়েল্যাণ্ড, ত্রিশিলিয়ানের জন্যে রাস্তার একধারে একটি

বড়ো পুলের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। সেই পথটাই কেনিলওয়ার্থে আসবার সদর-রাস্তা!

এদিকে ত্রিশিলিয়ান 'ওয়ার-উইকে' গিয়ে ভার্নিকে সেখানে দেখতে পেয়ে একেবারে রাগে জ্বলে উঠলেন এবং রাণীর জন্যে আর অপেক্ষা না ক'রে, একাকী গুপ্তপথে এসে একেবারে কেনিলওয়ার্থদুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

কাজেই ওয়েল্যাণ্ডের সঙ্গে তাঁর আর দেখা হলোনা।

দুর্গের মধ্যে এসে প্রথমেই ত্রিশিলিয়ান 'মারভিন-টাওয়ার'-সংলগ্ন বাগানে ঢুকলেন এবং সেখানে একটি নির্জ্জনস্থানে ব'সে-ব'সে নিজের ব্যর্থ-পরিণয়ের কথা ভাবতে লাগলেন। ভাবতে-ভাবতে তাঁর মনে পড়তে লাগলো, এমির সম্বন্ধে একদিন তিনি কত আকাশ কুসুম রচনা করেছিলেন। এইসব পুরনো স্মৃতি মনে হ'তে তাঁর বুকের সমস্ত রক্ত যেন একসঙ্গে উত্তাল হয়ে উঠলো। তিনি অতিকষ্টে সে-সমস্ত আবেগ দমন ক'রে উঠে পড়লেন।

তখন রাণীর আগমনের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তিনি তাড়াতাড়ি প্রাঙ্গণের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁকে দেখবার জন্যে। কিন্তু চারিদিকে জনতার কল-কোলাহল যেন তাঁর মনকে অশ্রান্ত ক'রে তুললে। তাঁর কিছুই ভালো লাগলো না।

তিনি তখন সেখানে আর না দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ঘরের দিকে বিশ্রাম করবেন ব'লে চললেন।

কিন্তু 'মারভিন-টাওয়ারে' ঢুকে নিজের ঘরের সামনে এসে, ভেতর থেকে তার দরজা বন্ধ দেখে একটু বিস্মিত হলেন।

কেনিলওয়ার্থ

তাঁর ঘরে কে ঢুকলো ! মনে-মনে নানারকম তোলাপাড়া করতে-করতে ত্রিশিলিয়ান যখন একটি স্বতন্ত্র চাবির দ্বারা অপর-একটি দরজা খুললেন, তখন বিস্ময়ে কিছুক্ষণের জন্যে যেন তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেলে। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, এতক্ষণ যার কথা মনে-মনে চিন্তা করছিলেন, কল্পনার সেই সুদুর্ল্লভ রত্নটি তাঁরই সম্মুখে এবং তাঁরই ঘরের মধ্যে ! তবু বিস্ময়াবিষ্টের মত কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে ত্রিশিলিয়ান এমিকে প্রশ্ন করলেন, তুমি এখানে কেন ?

এমি বললেন, আমি এখানে কেন ? আমি এখানে এখন একজনের কাছে আছি, যিনি এখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা।

ত্রিশিলিয়ান বললেন, তা ঠিক। সেইজন্যে এত সমারোহ-সত্ত্বেও তোমাকে বন্দিনীর মত একাকিনী আমার ঘরে লুকিয়ে রেখেছে। অবশ্য, তার যতটুকু ক্ষমতা, সে তার অধিক করেছে। এই ব'লে একটু সহানুভূতির সুর কণ্ঠে টেনে এনে ত্রিশিলিয়ান আবার বললেন, এমি, আমি তোমার অবস্থা সবই বুঝতে পেরেছি—আমার কাছে কিছু গোপন করোনা। তোমার যে এখন আশ্রয় ও সাহায্যের নিতান্ত প্রয়োজন তা বোধহয় আমার চেয়ে বেশী আর কেউ জানেনা।

এইকথা শুনে এমি সবিনয়ে বললেন, ত্রিশিলিয়ান, তুমি আমায় প্রীতির চোখে দেখো ব'লে আমার মঙ্গল সর্ব্বদা কামনা করছো। কিন্তু তাতে হয়তো 'হিতে বিপরীত' হবে। তাই

আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, অন্তত একটা দিন, চব্বিশঘণ্টা তুমি আমার কোনো বিষয়ে লিপ্ত থেকো না।

অগত্যা ত্রিশিলিয়ান তাতেই রাজী হলেন। তবে দুঃখিত-স্বরে বললেন, হাঁ, চব্বিশঘণ্টার জন্যে আমি তোমার কোনো ব্যাপারেই থাকবো না, প্রতিজ্ঞা করলুম। কিন্তু, তারপরে—

তখন তোমার যা কর্ত্তব্য হয়, ক'রো। শুধু চব্বিশঘণ্টা আমায় এখানে একাকিনী থাকতে দাও।

ত্রিশিলিয়ান আবার বিস্মিতকণ্ঠে বললেন এ ত' তোমার বড়ো আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখছি। যেখানে এই বিরাট-প্রাসাদে একটা সমান্য ঘরেও তোমার থাকবার অধিকার নেই, সেখানে তুমি যে, কি উপকার বা মঙ্গল-লাভের প্রত্যাশা করো আমি ত' আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিছুতেই তা বুঝতে পারছি না!

এমি বললেন, তুমি এখন বোঝাবার চেষ্টা না ক'রে, দয়া ক'রে এখান থেকে চ'লে গিয়ে আমায় একলা থাকতে দাও। তারপর এমন সময় আসবে, যখন তুমি বুঝতে পারবে—এমি কার কতখানি অনুগ্রহের পাত্র।

———

কেনিলওয়ার্থ

দশ

ত্রিশিলিয়ান সেখান থেকে যখন নীচে নামছিলেন, তখন সিঁড়ি দিয়ে ল্যাম্বরণকে তিনি ও পরে উঠতে দেখলেন। কিন্তু তার গা থেকে মদের এমন তীব্রগন্ধ বেরুচ্ছিলো যে, অপমানিত হওয়ার ভয়ে তিনি তার সঙ্গে কোনো বাক্যালাপ না করেই চ'লে গেলেন চুপ-চাপ।

নীচে আসতেই ওয়েল্যাণ্ড তাঁকে দেখতে পেয়ে ব্যস্তভাবে ছুটে এলো এবং চুপি-চুপি বললে যে, এমি কাম্নর থেকে পালিয়ে এসে এই দুর্গের মধ্যেই রয়েছেন, কিন্তু তাঁর লিষ্টারের কাছেই আত্ম-সমর্পণের ইচ্ছা। তাই তিনি লিষ্টারের নামে একখানি চিঠি লিখে তার হাতে পৌঁছে দেবার ভার দিয়েছেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে পরামর্শ না-করা পর্য্যন্ত আমি সে-চিঠি তাঁকে দিতে পারিনা। তাই আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি। এই ব'লে তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে যেমন সেই চিঠিখানা বার করতে গেল, দেখলে, চিঠি নেই, কোথায় প'ড়ে গেছে।

এঁ্যা! করেছো কি? চিঠি হারালে তোমার আর শির থাকবে না। যাও, শীগগির যেখান থেকে পারো নিয়ে এসো। ব'লে ত্রিশিলিয়ান তাকে খুব ভর্ৎসনা করলেন ও ভয় দেখালেন।

ওয়েল্যাণ্ড তখুনি চিঠিখানা খোঁজবারজন্যে চ'লে গেলবটে,

কিন্তু কোথাও সেই হারানো-চিঠিখানা পেলেনা। তখন সে মনে-মনে স্থির করলে যে, এমির কাছ থেকে আর-একখানা চিঠি লিখে নিয়ে সেখানা অন্য-লোকের হাত দিয়ে আর্লের কাছে পাঠিয়ে দেবে এবং সে আস্তে-আস্তে সরে পড়বে। তা নাহ'লে যদি তার শিরশ্ছেদ হয়?

এইসব ভাবতে-ভাবতে সে মন্থরগতিতে 'মারভিন-টাওয়ারের' দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। কিন্তু সেই ঘরের কাছে উপস্থিত হবামাত্র ল্যাম্বরণ ছুটে এসে তাকে বললে, কে তুমি? আর, এখানেই-বা কিসের জন্যে এসেছো? তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে, সাবধান! ওই ঘরে যদি ঢোকবার চেষ্টা করো ত' জেনো, তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

ওয়েল্যাণ্ড এইকথা শুনে চট্ ক'রে বললে, আমি সেই যাদুকর, আমার ভগ্নীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করবার জন্যে এসেছি।

ল্যাম্বরণ বললে, ও-সব হবেনা। আর এক-পা অগ্রসর হ'লে এখান থেকে ছুঁড়ে নীচে ফেলে দেবো। সাধ্য থাকে ত' যাদুবলে প্রাণরক্ষা করো।

ওয়েল্যাণ্ড অনেক মিনতি করলে, একবার তার ভগ্নীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে। কিন্তু কিছুতেই তার মন ভিজলো না। উল্টে ওইকথা শুনে ল্যাম্বরণের ক্রোধ যেন আরো বেড়ে গেল। সে ওয়েল্যাণ্ডের ঘাড় ধ'রে ঠেলতে-ঠেলতে একেবারে পেছনের দরজা দিয়ে তাকে দুর্গের বাইরে বার ক'রে দিয়ে সোজা দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। তারপর মাতালের মত টলতে-টলতে ফিরে

এসে আপন-মনেই বলতে লাগলো, এইবার ত্রিশিলিয়ানেরঘর থেকে সেই স্ত্রীলোকটাকে টেনে বার ক'রে এনে সকলকে দেখাতে পারলেই ত্রিশিলিয়ান বিলক্ষণ অপদস্থ ও অপমানিত হবে, আর, তাহ'লেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।…এই বলতে-বলতে ভেতরে কোথায় চ'লে গেল।

কেনিলওয়ার্থ

এগারো

এদিকে ত্রিশিলিয়ান, ওয়েল্যাণ্ডের জন্যে যখন অপেক্ষা করছিলেন, তখন দু'জন রাজকর্ম্মচারী এসে তাঁকে রাণীর অভ্যর্থনার জন্যে ডেকে নিয়ে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে চারিদিকে মধুর স্বরে বাজনা বাজতে লাগলো এবং কামান গর্জ্জন ক'রে উঠলো। রাণী এলিজাবেথ সদ্য-প্রস্ফুটিত গোলাপের মত মণিমুক্তায় সুসজ্জিত হয়ে দুর্গে প্রবেশ করলেন। তাঁর চারিপাশে সব বিশিষ্ট রাজন্যবর্গ।

রাণীর ঠিক দক্ষিণহস্তের কাছে ছিলেন, লিষ্টার। তাঁর অপূর্ব্ব বেশভূষা, দীপ্ত মুখমণ্ডল, উল্লাসে ও গৌরবে যেন ঝলমল করছিল। ভার্নি যে কৌশল অবলম্বন করেছিল, তার দ্বারা তিনি বুঝতেই পেরেছিলেন যে, এমি অসুস্থ এবং কেনিলওয়ার্থে আসতে পারেন নি। সেইজন্যে যে-বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে আশঙ্কা, তা থেকে তাঁর মন তখন যেন মুক্ত ছিল।

যাই হোক, মহাসমারোহের মধ্যে দিয়ে এসে যখন রাণী অভ্যর্থনা-কক্ষে প্রবেশ করলেন, তখন লর্ড-লিষ্টার তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর আতিথ্য স্বীকার করার জন্যে তাঁকে অজস্র স্তুতিবাদ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

তারপর রাণী একে-একে সমাগত ব্যক্তিবর্গের পরিচয় গ্রহণ করতে লাগলেন। শেষে, ত্রিশিলিয়ানের বিবর্ণ-মুখের

দিকে চেয়ে যখন তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তাঁর নাম শুনে তিনি ব'লে উঠলেন, ওঃ, মনে পড়েছে—ইনিই সেই অভিযুক্ত ত্রিশিলিয়ান ? আর, সেই নারীহরণকারী-তস্কর, কি তার নাম যেন ? —তিনি কোথায় ?

তখন ভার্নির নামটা রাণীর কানে আসতেই তিনি ব'লে উঠলেন—আমি এখন ভার্নি ও ত্রিশিলিয়ানের অভিযোগের বিষয় শুনতে চাই।

এই ব'লে লর্ড-লিষ্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, সেই রমণীটি কি এখানে উপস্থিত আছেন ?

লিষ্টার বললেন, না। তিনি এখন এখানে উপস্থিত নেই।

ক্রোধে রাণীর দুই চোখ জ্বলে উঠলো। তিনি বললেন, কেন ? আমার আদেশ যে অখণ্ডনীয় তা কি আপনি জানেননা ?

লিষ্টার বিনয়াবনত-ভঙ্গীতে বললেন, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য, কিন্তু তার অনুপস্থিতির কারণ, ভার্নি এখুনি আপনাকে নিবেদন করবে।

এই কথার সঙ্গে-সঙ্গে ভার্নি এগিয়ে এসে বলতে শুরু করলে—সে এখন দারুণ অসুস্থ হ'য়ে এণ্টনি ফষ্টার নামে একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে আলাস্কার চিকিৎসাধীনে রয়েছে, সেইজন্যে এখানে উপস্থিত হতে পারেনি। এই দেখুন, চিকিৎসকের সাক্ষ্যপত্র। এই বলে পকেট থেকে একখানা চিঠি বার ক'রে সকলের সামনে ধরলে।

রাণী তখন ত্রিশিলিয়ানের দিকে চেয়ে বললেন, তাহ'লে ত'

আর কোনো উপায় নেই—এই দেখুন, চিকিৎসকের সাক্ষ্য-পত্র !

ত্রিশিলিয়ান যদিও এমির নিকটে এইপ্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, অন্তত, চব্বিশ ঘণ্টা তার বিষয়ে কোনো কথায় তিনি থাকবেন না, তবুও সেকথা তিনি তখন সম্পূর্ণ বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই সঙ্গে-সঙ্গে তিনি ব'লে উঠলেন, ঐ সাক্ষ্য-পত্র সত্যি নয়।

রাণী তখন বিস্মিতকণ্ঠে ব'লে উঠলেন, সত্যি নয় ! সে কি ? তারপর নিজের অমাত্যবর্গের মুখের ওপর একবার নীরবে চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি আবার ত্রিশিলিয়ানকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, তাহ'লে আপনি উপযুক্ত প্রমাণ দেখিয়ে দিন যে, এটা মিথ্যা ?

এইবার এমির কাছে প্রতিজ্ঞার কথাটা ত্রিশিলিয়ানের মনে প'ড়ে গেল। তাই তিনি বললেন, আমি সমস্তই সুন্দরভাবে প্রমাণ ক'রে দিতে পারবো, কিন্তু, চব্বিশঘণ্টা পরে।

রাণী বললেন, কিন্তু, চব্বিশঘণ্টা পরে যদি আপনি প্রমাণ করতে না পারেন তাহ'লে কি হবে ?

ত্রিশিলিয়ান বললেন, তাহ'লে আপনি আমার শিরশ্ছেদ করবেন।

তবু রাণী আর-একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যদি কোনো কারণে প্রমাণ করতে না পারেন—সেকথা কি একবারও ভেবে দেখেছেন ?

ত্রিশিলিয়ান এইকথা শুনে যেন একটু চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। তারপর একটু ইতস্তত ক'রে ভীতস্বরে বললেন,

প্রমাণ না করার অন্য কোনো হেতু নেই অবশ্য, তবে যদি ইতিমধ্যে তাঁর স্বামীর সঙ্গে সদ্ভাব হয়ে যায় তাহ'লেই আমার বিপদ।

এইকথা শুনে রাণী তার ওপর ভারী বিরক্ত হলেন। তাঁর মনে হলো, লোকটার হয়তো মাথা গোলমাল হয়ে গেছে, তাকে বিয়ে করতে পারেনি ব'লে। তাই তখুনি ত্রিশিলিয়ানকে সভাগৃহ থেকে বাইরে চ'লে যেতে হুকুম দিলেন।

এদিকে ত্রিশিলিয়ান ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর রাণী লর্ড-লিষ্টারকে বললেন যে, যেহেতু তাঁর অনুচর ভার্নি তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং বশীভূত, সেইজন্যে তিনি তাকে উচ্চপদে উন্নীত ক'রে সার হিউগ্ রবসার্টের সঙ্গে একটা সদ্ভাব স্থাপন করাতে চান। জামাইকে এইরকম পদস্থ দেখলে তিনি নিশ্চয়ই খুব খুশী হবেন এবং তাদের মধ্যে আর কোনো মনোমালিন্য থাকবে না। এই ব'লে তিনি সর্ব্বসমক্ষে ভার্নিকে 'নাইট' পদে অভিষিক্ত করলেন।

তারপর সভাভঙ্গ হ'লে ভার্নি যখন নিভৃতে লর্ড-লিষ্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে, তখন তিনি বললেন, আচ্ছা ভার্নি, ত্রিশিলিয়ান রাণীর কাছে এ-রকম উদাসীর-মত ভাব দেখালেন কেন বলতে পারো? আমার মনে হয়, উনি রাণীর মনটা ওইভাবে নরম করার চেষ্টায় ছিলেন।

ভার্নি বললে, হাঁ, আপনিও যেমন? ওঁর মনে এখন এক চিন্তা ছাড়া ও-সব কোনো চিন্তাই নেই।

কৌতূহলী হয়ে আর্ল জিজ্ঞেস করলেন, সেটা আবার কি ব্যাপার?

ভার্নি কৌতুক ক'রে বললে, আছে—আছে। পৃথিবীতে নিত্য এমন সব ঘটনা ঘটছে যার কোনো খবরই আপনারা রাখেন না। এই ব'লে একটু দম নিয়ে নিম্নকণ্ঠে আবার বললে, জানেন, সে তার 'মারভিন-টাওয়ারের' ঘরে একটি সঙ্গিনী এনে রেখেছে ?

লিষ্টার বললেন, সঙ্গিনী, না, অন্য-কিছু ?

ভার্নি বললে, তাছাড়া আর কি হ'তে পারে। নাহ'লে পরের ঘরে এসে রয়েছে ?

লিষ্টার বললেন, যাইহোক, আমি তার কোনো অনিষ্ট করতে চাইনা, তবে, তুমি তাঁর ওপর কড়া নজর রেখো।

ভার্নি বললে, আপনি বলবার আগেই আমি তার ব্যবস্থা করেছি—ল্যাম্বরণকে লাগিয়ে রেখেছি তার কড়া-পাহারায়।

এই আলোচনার পর তাঁরা যে-যার নিজের শয়নগৃহে প্রবেশ করলেন।

বারো

এদিকে 'মারভিন-টাওয়ারের' ঘরে ক্লান্ত-দেহে ও চিন্তিত মুখে ব'সে আছেন এমি—তাঁর স্বামীর পথ চেয়ে। চারিদিক থেকে উৎসবের কোলাহল যত তাঁর কানে এসে পৌঁচোচ্ছে, ততই তাঁর মনে হচ্ছে, এসব না থামলে কি লর্ড লিষ্টার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবার সময় পাবেন! তাঁর গৃহে এত অতিথি এতক্ষণে ওয়েল্যাণ্ডের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে নিশ্চয় তিনি মনে-মনে তারই চিন্তা করছেন। এইভাবে মনে নানাকথা তোলাপাড়া করতে-করতে এক সময় এমি কখন ঘুমিয়ে পড়লেন। ক'দিন ধ'রে অশ্বারোহণে তাঁর দেহ ত' পরিশ্রান্ত হয়েই ছিল, তার ওপর অন্যচিন্তা ত' আছেই। কাজেই সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে গভীর নিদ্রায় তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন, যেন তিনি কান্নর-ভবনেই শুয়ে রয়েছেন, আর তাঁর স্বামী লর্ড-লিষ্টার রাত্রে গিয়ে তার দরজায় মৃদু করাঘাত করছেন!

আশ্চর্য্য! ঠিক সেইসময়ে দরজায় কার একটা মৃদু করাঘাত শুনে সহসা এমির ঘুম ভেঙে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে দরজাটা খুলে দিতে-দিতে বললেন, লর্ড, তুমি এসেছো?

বাইরে থেকে অস্ফুটস্বরে উত্তর এলো—হ্যাঁ, এসেছি।

কিন্তু দরজা খুলতেই তিনি চমকে উঠলেন। দেখলেন, সামনে

দাঁড়িয়ে সুরামত্ত লম্পট—ল্যাম্বরণ। এবং তাকে কিছু বলবার আগেই সে একেবারে তার হাত দুটো চেপে ধ'রে বললে, আমি লিষ্টার নই, তবে অতি ভদ্রলোক।

তখুনি তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে এমি তাকে কিল, চড়, লাথি প্রভৃতি মেরে তার চুলের ঝুঁটি ধ'রে টানাটানি শুরু ক'রে দিলেন। কিন্তু এইভাবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধস্তাধস্তি করেও যখন তার হাত থেকে রক্ষা পাবার আশা একেবারে চ'লে গেল, তখন এমি ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন।

কারাধ্যক্ষ লরেন্স নিকটেই ছিল। তৎক্ষণাৎ ছুটে এসে ল্যাম্বরণের গলাটা টিপে ধরলে।

তখন কোমর থেকে একখানা ছুরি বার ক'রে ল্যাম্বরণ লরেন্সকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো।

লরেন্সের হাতে ছিল একটা বিরাট লোহার চাবি সে আচম্‌কা তাই দিয়ে ল্যাম্বরণের মাথায় এমন আঘাত করলে যে, তৎক্ষণাৎ সে রক্তাক্ত-দেহে সেখানে লুটিয়ে পড়লো।

ইত্যবসরে এমি সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে 'মারভিন-টাওয়ার'-সংলগ্ন উদ্যানের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন এবং একটা লতাকুঞ্জের আড়ালে আশ্রয় নিলেন।

ওদিকে রাণীকে নিয়ে লর্ড-লিষ্টার সভাভঙ্গের পর দুর্গমধ্যস্থ উপবনাদি দেখাতে বেরিয়েছিলেন। চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে রাণী এলিজাবেথ একেবারে সকলকে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন।

এমনিভাবে একা বেড়াতে-বেড়াতে হঠাৎ এমির সামনে এসে তিনি যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। বাস্তবিক এ-রকম সুন্দরী রমণী তিনি খুব কম দেখেছেন—সে যেন কুঞ্জ আলো ক'রে বসে রয়েছে।

রাণী তাঁর কাছে এগিয়ে যেতেই, এমির মুখ সহসা যেন ছাইয়ের মত সাদা হ'য়ে গেল।

তাই দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমার কি হয়েছে? তুমি আমায় দেখে এমন বিবর্ণ হয়ে গেলে কেন?

এমি অশ্রুজড়িতকণ্ঠে উত্তর দিলে, আমায় রক্ষা করুন?

রাণী বললেন, ইংল্যাণ্ডের প্রত্যেক রমণীই আমার রক্ষণীয়া। তোমার কি হয়েছে এবং এখানেই-বা এমনভাবে ব'সে আছো কেন আমার কাছে গোপন না ক'রে বলো?

এমি তার উত্তরে শুধু বললেন, তা আমি বলতে পারবো না।

রাণীর কৌতূহল তাতে আরো বাড়লো। তিনি সস্নেহে বললেন, পাগলি! আমার কাছে তোমার অবস্থার বিষয় সব না বললে আমি কি-ক'রে তোমায় রক্ষা করবো?

এই কথা শুনে এমি যেন হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়লেন! তিনি তখন বললেন, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি কেবল আমায় ভার্নির কবল থেকে উদ্ধার করুন।

রাণী তখন বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কে? সার রিচার্ড ভার্নি? তুমি তার কে হও—আর সেই বা তোমার কে? বলো সত্যি ক'রে, আমার কাছে কিছু গোপন করোনা। এই বলতে-বলতে রাণী কণ্ঠে সহানুভূতিতে পূর্ণ হ'য়ে উঠলো।

এমি তখন চোখের জল মুছতে-মুছতে বললেন, আমি তার কাছে বন্দিনী ছিলুম, কিন্তু সে আমার জীবন নাশ করতে উদ্যত হওয়াতে কারাগার থেকে আমি পালিয়ে যাই!

রাণী তার কথাটা টেনে নিয়ে বললেন, আমার কাছে আশ্রয় নেবার জন্যে? কিন্তু, যথার্থই যদি তুমি আশ্রয় নেবার যোগ্য হও ত' নিশ্চয়ই পাবে! তারপর একটু থেমে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, তুমি কি সার হিউক রবসার্টের কন্যা—এমি রবসার্ট? তা যদি হও ত' তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে। তুমি তোমার বৃদ্ধ বাপ—ত্রিশিলিয়ানের সঙ্গে প্রতারণা করেছো? আচ্ছা, তোমার সঙ্গে কি ভার্নির বিয়ে হয়েছে?

এমি ক্রুদ্ধা-ফণিনীর মত দৃপ্তভঙ্গীতে বললেন, না। মাথার ওপর ভগবান আছেন, তিনি সাক্ষী!

রাণী বললেন, তবে তুমি কার স্ত্রী? জেনো, তুমি রাণী এলিজাবেথের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছো। আমার কাছে মিথ্যা কথা বললে তার কি শাস্তি তাও বোধহয় তোমার অজানা নেই!

এমি তখন হতাশায় ভেঙে প'ড়ে বললে, আমি কিছু জানিনা। লর্ড-লিষ্টার সমস্ত জানেন।

এইকথা শুনে রাণী ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, কি বললে? লর্ড-লিষ্টার? তোমার মত একজন সামান্যা রমণীর সঙ্গে তাঁর এমন কি সম্পর্ক থাকতে পারে যে; তিনি তোমার বিষয় সব জানেন?

এই শুনেভয়ে এমির অন্তরাত্মা থর্‌থর্ ক'রে কাঁপতে লাগলো। এমিকে সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, রাণীর মনে এই ধারণা জন্মালো যে, সে তাঁর কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। তাই তার একটা হাত ধ'রে টানতে-টানতে তাকে কুঞ্জ থেকে বাইরে বার ক'রে এনে বললেন, চলো আমার সঙ্গে—লর্ড-লিষ্টারের সামনেই তোমার সব কথা শুনবো।

কিন্তু, লর্ড-লিষ্টার রাণীর সঙ্গে এমিকে ভীত-মুখে সেদিকে আসতে দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে একেবারে কাঠ হয়ে উঠলেন।

রাণী, এমিকে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, আপনি একে চেনেন?

ফাঁসীর আসামী যেমন ক'রে—বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার আদেশ শুনে চারদিক শূন্য দেখে শিউরে ওঠে, লর্ড-লিষ্টারের মনের ভাবটা, অনেকটা তেমনি হলো রাণীর-মুখের সেই কথা শুনে। তিনি তাই কোন উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা নীচু ক'রে রাণীর পায়ের কাছে ব'সে পড়লেন।

এই দেখে রাণী ক্রোধে বিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন এবং কম্পিতকণ্ঠে বললেন, লর্ড, আপনাকে আমি বিশ্বাসী ব'লে জানতুম, কিন্তু আপনি জেনে-শুনে আমার সঙ্গে যে প্রতারণা করেছেন, তারজন্যে এই মুহূর্ত্তে আপনার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত।

লর্ড-লিষ্টার নিজেকে অপরাধী জেনেও তখনসদর্পে উত্তর দিলেন, যে-রাণী তাঁর বিশ্বাসী অধীনের প্রতি এইরকম ব্যবহার করতে পারেন, তাঁকে আমি আর-কিছু বলতে ঘৃণা বোধ করি।

কেনিলওয়ার্থ

এইকথা শুনে রাণী অগ্নিময়ী-দৃষ্টিতে একবার তাঁর মন্ত্রী-মণ্ডলীর দিকে চাইলেন, -তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, এতদূর অবজ্ঞা! লর্ডগণ, আপনারা থাকতে আমার এত অপমান? যাকে আমরা হাতে ক'রে এই দুর্গ তুলে দিয়েছি, সেই দুর্গের মধ্যে আমাদেরই এই অবমাননা! ছিঃ!

বলে' তিনি একবার লর্ড ক্রসবেরির দিকে চেয়ে বললেন, আপনি ইংল্যাণ্ডের শান্তিরক্ষক। এই বিশ্বাসঘাতককে এখুনি রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দী ক'রে কারাগারে নিয়ে যান।

এমি, স্বামীকে রাণীর এই ক্রোধানল থেকে রক্ষা করবার আর কোনো উপায় দেখতে না পেয়ে একেবারে তাঁর পা-দুটো জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, রাণীমা! ইনি নির্দ্দোষ! মহানুভব লিষ্টারের নামে কলঙ্ক দিতে পারে এমন সাধ্য কারো নেই।

এইকথা কানে যেতে, লিষ্টারের সমস্ত হৃদয় যেন কেঁপে উঠলো। তিনি মনে-মনে সংকল্প করলেন, এখুনি রাণীর কাছে সবকথা খুলে বলবেন, কিন্তু ভার্নি সহসা সেখানে ছুটে এসে সব গোলমাল ক'রে দিলে।

সে রাণীর পায়ের কাছে ব'সে প'ড়ে বললে, মহারাণি! আমার প্রভুর কোনো দোষ নেই। আপনার যে-শাস্তি খুশী হয় দিন, আমি মাথা পেতে নেবো—সব দোষ আমার!

ভার্নিকে সেখানে দেখে এমির গা জ্বলে গেল। সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, রাণীমা, আপনার যে-শাস্তি খুশী আমায় দিন! এমন কি, সর্পপূর্ণ অন্ধকার-ঘরে যদি আমায়

ফেলে দেন সেও ভালো, কিন্তু একটি ভিক্ষা চাই যে, এই পাপিষ্ঠের মুখদর্শন যেন আর আমায় কখনো করতে না হয়

এমির মুখ থেকে এইকথা শুনে রাণীর মনে বোধহয় ভাবান্তর উপস্থিত হলো। তাই তিনি ঈষৎ কোমলস্বরে বললেন, কেন, এই ভদ্রলোক তোমার এমন কি সর্ব্বনাশ করেছেন যার জন্যে ওঁর ওপর তোমার এত আক্রোশ!

এমি বললেন, এই শয়তানই আমার সমস্ত অশান্তির মূল। এই আমার শান্তির সংসারে আগুন লাগিয়ে আমায় ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে।

রাণী বললেন, তোমার মতিভ্রম হয়েছে। তুমি এখন বিশ্রাম করোগে। এই ব'লে একজন কর্ম্মচারীকে হুকুম দিলেন, এমিকে বিশ্রামাগারে নিয়ে যাবার জন্যে।

এমিকে নিয়ে সেখান থেকে চ'লে যাবার পর রাণীর দৃষ্টি লর্ডলিষ্টারের ওপর গিয়ে পড়লো।

তিনি লর্ডকে গম্ভীর ও ক্রুদ্ধ-বদনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, ভার্নিকে জিজ্ঞেস করলেন, এসব রহস্যের অর্থ কি?

দুরাত্মা ভার্নি অসঙ্কোচে বললে, আমার স্ত্রী যে ব্যধিগ্রস্থ আপনি নিজে তা প্রত্যক্ষ করলেন ত'? আমি ওকে এণ্টনি ফষ্টার নামে এক ভদ্রলোকের তত্ত্বাবধানে রেখে এসেছিলুম—জানিনা, কেমন ক'রে সেখান থেকে ও এখানে পালিয়ে এসেছে। এখন আপনি যদি আদেশ দেন ত' একে ওঁর কোনো আত্মীয়স্বজনের কাছে রেখে দিয়ে আসি।

লিষ্টার, ভার্নির মুখের এইকথা শুনে সচকিত হয়ে উঠলেন।

রাণী, ভার্নিকে বললেন, তাই যাও। এবার কিন্তু তোমার স্ত্রীকে সাবধানে রেখো, আর যেন এভাবে লোক হাসিও না।

ভার্নি সবিনয়ে শুধু রাণীকে অভিবাদন ক'রে চ'লে গেল!

তখন রাণী, লর্ড-লিষ্টারকে বললেন, আসুন লর্ড, দুঃখিত হবেন না। যা হবার তা হয়ে গেছে। এবার আমরা উভয়ে উভয়কে ক্ষমা ক'রে সব ক্রোধের অবসান করি।

লিষ্টার এইকথা শুনে মুখে সন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং রাণীর সঙ্গে মৃগয়া করতে গেলেন।

কেনিলওয়ার্থ

তেরো

এদিকে জাঁকজমকের সঙ্গে মৃগয়া-ব্যাপার শেষ হ'লে, একদিন ভার্নি, লর্ড-লিষ্টারের ঘরে প্রবেশ ক'রে এমির নামে মিথ্যা প্রতারণা ক'রে বললে, তিনি আর এভাবে অবরুদ্ধ হয়ে থাকতে চাননা—তিনি বলছেন, সকলের সামনে গিয়ে তিনি নিজেকে এবারে লর্ড-লিষ্টারের স্ত্রী ব'লে জাহির করবেন। এক্ষেত্রে কি করা উচিত বুঝতে না পেরে আমি আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে ছুটে এসেছি।

লিষ্টার, এমির পলায়নের যথার্থ কারণ কিংবা ভার্নি তাঁর কাছে এসে এইভাবে যে সব মিথ্যে কথা বলছে—তার কতদূর সত্যি বা মিথ্যে সে একবারও চিন্তা না ক'রে ভার্নির কথাই সম্পূর্ণ সত্যি ব'লে ধ'রে নিয়ে বললেন, সে এতবড় আহাম্মুক যে, আমার নিষেধ সত্ত্বেও আর কটা দিন সেখানে ধৈর্য্য ধ'রে থাকতে পারলে না? তুমি না থাকলে আর-একটু হলেই ত' আমার মানসম্ভ্রম কেন, মাথা পর্য্যন্ত চ'লে যেতো। সামান্য একটা ভূ-স্বামীর মেয়ে, তাকে ত' আমি ইংল্যাণ্ডের সর্ব্বোচ্চ-উপাধিতে ভূষিত ক'রে এই বিপুল সম্পত্তির অংশভাগিনী করেছি। আর, সে কিনা আমার কথা গ্রাহ্যই করলে না? বলতে-বলতে এমির এই ব্যবহারের জন্যে তিনি রেগে উঠলেন।

ভার্নি প্রভুকে মুখে খুব সান্ত্বনা দিয়ে বললে, আপনি শান্ত হোন ও-সব নিয়ে একেবারে চিন্তা করবেন না। ও'র ভার আমার

ওপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিন, আমি যেমন ক'রে পারি তাঁকে রাজী করাবো।

লিষ্টার বললেন, না, থাক। আচ্ছা, আমি নিজেই যাচ্ছি। এখন অনেক রাত, সকলেই নিদ্রাচ্ছন্ন। এইবেলা একবার তার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।

ভার্নি দেখলে, সর্ব্বনাশ। তার সমস্ত মতলব বুঝি ফেঁসে যায়।

যাই হোক, আর্ল এইভাবে যখন গোপনে এমির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তখন এমি, ভার্নিকে দেখে ব'লে উঠলেন, শয়তান। তুই আবার এসেছিস কি নতুন মতলব নিয়ে ?

লিষ্টার তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, তোমার সার রিচার্ড ভার্নির সঙ্গে কোনো কথা বলার প্রয়োজন নেই। তুমি যা বলার আমায় বলো।

তখন এমি বললেন, এতদিনে কি আমার কথা মনে পড়লো ?

লিষ্টার বললেন, কিন্তু, তুমি শেষে আমার কি সর্ব্বনাশ করলে।

এমি বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, সে কি। আমি তোমার সর্ব্বনাশ করেছি ?

হাঁ। তুমি আদেশ অমান্য ক'রে এখানে এসে আমাদের দু'জনকেই দারুণ বিপদে ফেলেছো।

এমি বললেন, কি-জন্যে কায়র ত্যাগ ক'রে এসেছি—তা তুমি জানোনা, আর আমিও এখন বলতে চাইনা। তবে, সেখানে আর আমি ফিরে যাবোনা।

আর্ল বললেন, বেশ ত', আমি তোমাকে অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা

ক'রে দেবো। কিন্তু এর মধ্যে আমাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্যে তোমায় কিছুদিন 'ভার্নির-স্ত্রী' ব'লে পরিচয় দিতে হবে।

এইকথা শুনে আবার এমির সর্ব্বশরীর জ্বালা ক'রে উঠলো। তিনি বললেন, অসম্ভব। একজন ভৃত্যের পত্নী ব'লে আমি লোকসমাজে কিছুতেই নিজেকে পরিচয় দিতে পারবো না।

ভার্নি বললে, প্রভু, তার চেয়ে ওঁকে ওঁর বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিননা কেন ত্রিশিলিয়ানের সঙ্গে ?

ত্রিশিলিয়ানের নাম শুনে আর্লের সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে উঠলো। তিনি বললেন, খবরদার ভার্নি, আমার সামনে আর কখনো ত্রিশিলিয়ানের নাম মুখে উচ্চারণ করোনা। তোমায় সাবধান ক'রে দিলুম।

ভার্নি এইকথা শুনে ঘাড় হেঁট ক'রে রইলো।

তখন এমি, লিষ্টারকে বললেন, তার চেয়ে তুমি আমায় সকলের সামনে নিজের ধর্ম্মপত্নী ব'লে স্বীকার ক'রে যদি ত্যাগ করো তাও শতগুণে ভালো।

এমির এইকথা শুনে লিষ্টারের বুকে বড়ো ব্যথা লাগলো তিনি আদর ক'রে বললেন, তোমার জন্যে আমি মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত নিতে উদ্যত হয়েছিলুম।

এমি বললেন, মৃত্যুদণ্ড ? না। এই কি রাণীর বিচার ? তুমি নিজে পছন্দ ক'রে বিয়ে করেছো এই অপরাধে ?

লিষ্টার বললেন, হায় এমি. তুমি যদি জানতে, কি ভীষণ

কেনিলওয়ার্থ

ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে আমাদের দিন কাটছে। এই ব'লে তাঁকে বুঝিয়ে রেখে তিনি ভার্নিকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

কিন্তু বাইরে আসতেই একটি ছোট ছেলে আর্লে'র হাতে একটা বাক্স দিয়ে বললে, এইটে বাগানে পড়েছিল। সেই উন্মাদিনী রমণীকে আপনি দেবেন।

আর্ল সেই বাক্সটি নিয়ে দ্রুতপদে ভার্নির সঙ্গে মন্ত্রণাগারে গিয়ে প্রবেশ করলেন এবং দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।

চৌদ্দ

জেনেট সেই বাক্সটির মধ্যে এমির পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি দিয়ে দিয়েছিল। সেইগুলি খুলে যখন আর্ল দেখতে লাগলেন, তখন ভার্নি তাঁকে বুঝিয়ে দিলে যে, ত্রিশিলিয়ানের নিযুক্ত লোকের সঙ্গে এমি এখানে পালিয়ে এসেছেন এবং এগুলো সঙ্গে এনেছেন বোধহয় ভবিষ্যতের ভরসায়। তাছাড়া আরো অনেক কথা আছে, যা আর আমি আপনাকে বলতে চাইনা। মিছি-মিছি তা শুনে আপনার মন খারাপ হবে। এই ব'লে এমির চরিত্র যে কলঙ্কিত সে-সম্বন্ধে নানারূপে ইঙ্গিত দিতে দিতে আর্লের মনে ক্রোধাগ্নি জ্বালিয়ে দিলে।

তিনি তখন তার কথায় বিশ্বাস ক'রে এমির ওপর প্রতিহিংসা নেবার জন্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি সেই বাক্সের অলঙ্কার ও পোষাক-পরিচ্ছদগুলি তখন পদাঘাত ক'রে ঘরময় ছড়িয়ে ফেলে দিলেন। ত্রিশিলিয়ান যে এইসমস্ত অনিষ্টের মূল, একথা তাঁর মনে তখন বদ্ধমূল হয়ে গেল।

প্রভুর মনের যখন এইরকম অবস্থা, তখন ভার্নি আস্তে-আস্তে বললে, তার চেয়ে এমিকে যদি আমরা আজই কামরে রেখে আসি, সমস্ত হাঙ্গামা তাহ'লে চুকে যায়।

লিষ্টার বললেন, আর, ত্রিশিলিয়ান?

ভার্নি বললে, তার জন্যে ভাববেন না। আমি তাকে জন্মের

মত দেশান্তরিত করবো দেখে নেবেন। শুধু আপনার হুকুম পেলেই হয়।

না, না—তা হবেনা। সে আমার সমস্ত দুঃখের মূল—তাকে কঠিন শাস্তি দেবো। তার চেয়ে আমি রাণীর কাছে সব ব'লে ওকে রাণীর বিদ্বেষ-বহ্নিতে ভস্ম করবো। এই ব'লে আর্ল অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন।

ভার্নি ভাবলে, তাহ'লেই তার সব চাতুরী ধরা প'ড়ে যাবে। তাই ধীরে-ধীরে প্রভুর কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে বললে, একটা লম্পট-রমণীর জন্যে আপনার মত মহানুভব লর্ডের কি মাথা ঘামানো উচিত? তার চেয়ে সেই রমণীর মৃত্যুই শ্রেয়।

মৃত্যু? কথাটা শুনেই আর্ল যেন চমকে উঠলেন।

তখন ভার্নি বললে, আপনি ত' কিছুক্ষণ আগে বলেছিলেন সেই শয়তানীর মৃত্যু হওয়া উচিত। এই ব'লে এমির বিরুদ্ধে ভার্নি তাঁকে আরো উত্তেজিত করতে লাগলো।

কিন্তু সব শুনে আর্ল বললেন, হ্যাঁ, তাই হবে। তবু তার জন্যে' আমায় একবিন্দু অশ্রু ফেলতে দাও।

ভার্নি বললে, না। অশ্রু বর্ষণের এ সময় নয়। ত্রিশিলিয়ানের কথা এখন স্মরণ করুন।

আর্লের কানে সেইকথা যেতেই তিনি সচকিত হয়ে উঠে বললেন, ঠিক বলেছো ভার্নি। ও-নাম শুনলে যেন একবিন্দু অশ্রু—সঙ্গে-সঙ্গে একবিন্দু রক্তে পরিণত হয়! ঠিক, আমি স্বহস্তেই তার ওপর প্রতিশোধ নেবো।

ভার্নি বললে, আপনাকে কিছু করতে হবেনা, সবই আমি ক'রে দেবো। তবে আপনি যে আপনার কার্য্য সাধন করবার ভার আমার ওপর দিয়েছেন তা যাতে সকলে বিশ্বাস করে, এইজন্যে আমি আপনার হাতের একটা আঙটি আমায় দেবার জন্যে অনুরোধ করি।

এই নাও আঙটি, যা করতে হয় তুমি শীগগির ক'রে ফেলো। ব'লে তৎক্ষণাৎ লিষ্টার তাঁর হাত থেকে একটা আঙটি খুলে বিশ্বস্ততার প্রমাণস্বরূপ ভার্নির হাতে দিলেন, এবং সেখানে আর কালমাত্র বিলম্ব না ক'রে ক্ষিপ্রপদে বেরিয়ে গেলেন অভিনয় দেখবার জন্যে।

ভার্নি আর কাল বিলম্ব না ক'রে, সেই আঙটিটার জোরে বলপূর্ব্বক এমিকে ধ'রে নিয়ে এক দ্রুতগামী ঘোড়ায় চেপে কাম্নর অভিমুখে যাত্রা করলে।

কেনিলওয়ার্থ

পনেরো

এদিকে ভারাক্রান্ত-মনে আর্ল যখন অভিনয় দেখতে-দেখতে বিরক্ত হয়ে অভিনয় বন্ধ ক'রে দেবার আদেশ দিয়ে উঠে পড়লেন, তখন সহসা কালো-কাপড় মুড়ি দিয়ে একজন তাঁর কানের কাছে এসে অস্ফুটস্বরে বললে, আর্ল, আপনাকে আমি নির্জ্জনে কিছু কথা বলতে চাই।

লিষ্টার চমকে উঠে প্রশ্ন করলেন, আপনি কে? আপনার কি নাম এবং আমার সঙ্গে কি দরকার?

উত্তর এলো, আমার নাম—ত্রিশিলিয়ান। চব্বিশঘন্টা আমি মৌন থাকবো ব'লে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলুম—এখন সেইসময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তাই আমি আপনাকে এমির বিষয়ে কতকগুলো সত্যি ঘটনা বলতে চাই।

তারপর বহু বাক্‌বিতণ্ডা ও ছু'বার দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ছু'জনের মধ্যে আবার সদ্ভাবের সৃষ্টি হয়ে গেল। তখন ত্রিশিলিয়ান একেএকে ভার্নির কথা সমস্ত তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন! ভার্নি যে কত বড়ো শয়তান, সেকথা শুনে তখন লিষ্টারের মনে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হলো, তিনি তৎক্ষণাৎ ত্রিশিলিয়ানকে বিদায় দিয়ে একাকী একটি নির্জ্জনস্থানে পায়চারি করতে লাগলেন এবং একজন প্রহরীকে পাঠালেন তখুনি ভার্নিকে ডেকে আনবার জন্যে।

কিছুক্ষণ পরে প্রহরী ফিরে এসে তাঁকে জানালে যে, এক ঘণ্টা আগে আরো তিনজনকে সঙ্গে করে ভার্নি পিছনের দরজা দিয়ে চ'লে গেছেন এবং তাদের মধ্যে একজন নাকি গিয়েছে, ঘোড়ায় চেপে।

লিষ্টার বললেন, এত রাত্রেই চ'লে গেল? আচ্ছা, যদি ভার্নির আর কোনো সঙ্গী সেখানে থাকে ত' তাকে একবার ডেকে আনো এখুনি।

লোকটি চ'লে গেলে, লর্ড-লিষ্টারের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হলো যে, ভার্নি সম্বন্ধে ত্রিশিলিয়ান যা বলছেন নিশ্চয়ই তা সত্যি, তা নাহ'লে এত তাড়াতাড়ি ভার্নি, এমিকে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলার জন্যে ব্যস্ত কেন? এই রাত্তিরটুকুও সে অপেক্ষা করতে পারলে না? এর মধ্যে যে কোনো দুরভিসন্ধি লুকিয়ে আছে সে-সম্বন্ধে তখন তাঁর মনে আর কোনো দ্বিধা রইলো না। তাই তখুনি তিনি ভার্নিকে এইভাবে একখানা চিঠি লিখলেন—

সার রিচার্ড ভার্নি,

আমি যে-কাজের ভার তোমার ওপর দিয়েছিলুম তা আপাতত বন্ধ রাখতে তোমায় আদেশ পাঠাচ্ছি। তুমি কাউন্টেসের থাকবার ভালোরকম বন্দোবস্ত ক'রে এখুনি এখানে ফিরে এসো। আর যদি কোনো কারণে তোমার ফিরতে বিলম্ব হয় বোঝো ত' আমি যে আঙটিটা তোমায় দিয়েছিলুম তা কোনো-একজন বিশ্বাসী লোক মারফৎ অবিলম্বে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। ইতি

তোমার হিতৈষী

আর্ল অফ্ লিষ্টার

চিঠিখানা শেষ হবার পরই সেই লোকটি ল্যাম্বরণকে সঙ্গে ক'রে সেখানে উপস্থিত হলো। ল্যাম্বরণ তখন অশ্বারোহীর বেশে সজ্জিত ছিল। লিষ্টারকে অভিবাদন ক'রে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে, তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, পথে ভার্নিকে ধরতে তোমার কতক্ষণ সময় লাগবে।

ল্যাম্বরণ আবার তাঁকে অভিবাদন ক'রে বললে, ভালো ঘোড়া হ'লে আপনার হুকুমে একঘণ্টার মধ্যেই পারি।

আর্ল খুশী হয়ে তার হাতে সেই চিঠিখানা দিয়ে বললেন, তবে এখুনি রওনা হয়ে যাও।

ল্যাম্বরণ চিঠিখানা হাতে নিয়ে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করলে।

ল্যাম্বরণের মনে দারুণ কৌতূহল হয়েছিল। তাই পথে সে চিঠিটা খুলে প'ড়ে দেখলে। এবং সেই কাউণ্টেস্ যে কে, সেকথা বুঝতে পেরে আপনমনেই হেসে উঠলো এবং বললে, এইবার আমায় পায় কে? সব রহস্য আমি জেনেছি!

তারপর ঘোড়াটাকে খুব জোর ছুটিয়ে দিলে।

ষোলো

এদিকে অভিনয় শেষ হয়ে যাবার পর রাণী এলিজাবেথের কানে নানারকম সংবাদ এসে পৌঁছোতে তিনি সভাগৃহে ত্রিশিলিয়ানকে ডেকে পাঠালেন।

ত্রিশিলিয়ান একটু পরে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, সভাসদদের সকলেরই মুখ গম্ভীর—লর্ড-লিষ্টার পাথরের মূর্ত্তির মত অচল অটল হয়ে রাণীর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

ত্রিশিলিয়ানকে দেখবামাত্র রাণী রাগে গর্জ্জে উঠলেন এবং সজোরে মাটিতে পদাঘাত ক'রে বললেন, আপনিও এদের দলের চক্রান্তে আছেন নাকি?

ত্রিশিলিয়ান কোনো প্রতিবাদ না ক'রে শুধু নীরবে হাঁটুগেড়ে রাণীর সামনে ব'সে রইলেন।

তাঁকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে রাণীর রাগ আরো বেড়ে গেল। তিনি বললেন, আপনাকে চুপ ক'রে থাকবার জন্যে এখানে ডেকে পাঠাইনি, আপনি এমির সম্বন্ধে কি কিছু জানেন না?

ত্রিশিলিয়ান এবার আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। বললেন, এই এমিই হতভাগিনী কাউণ্টেস্ অফ্ লিষ্টার—লর্ড-লিষ্টারের স্ত্রী।

কি? কাউণ্টেস্ অফ্ লিষ্টার? মিথ্যা কথা—কখনই সে এত বড় সম্মানের পাত্রী হ'তে পারেনা। রাগে তাঁর সর্ব্বশরীর কাঁপতে লাগলো।

লর্ড-লিষ্টার তখন রাণীর সামনে এগিয়ে এসে বললেন,

এর জন্য ত্রিশিলিয়ানের কোনো দোষ নেই, সমস্ত অপরাধ আমার। কাজেই, যা করতে হয়, আমায় করুন।

রাণীর কণ্ঠ দিয়ে এবার যেন বিষ উদ্গাত হলো। তিনি বললেন, কেন, উনি বুঝি আপনার পক্ষ সমর্থন করবেন—তাই এত উদারতা? এই ব'লে একটু থেমে আর্লের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একটা ক্রুদ্ধদৃষ্টি হেনে আবার বললেন, তুমি মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক—তোমার জন্যেই আজ সকলের সামনে আমি এইভাবে অপমানিত হচ্ছি। আমি আর এ সহ্য করতে পাচ্ছিনা, আমারমনে হ'চ্ছে যে, এখুনি ছ'টো চোখ নিজে হাতে অন্ধ ক'রে ফেলি।

রাণীর পাশে বিশ্বস্ত মন্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি সঙ্গে-সঙ্গে ব'লে উঠলেন, ছিঃ ছিঃ রাণীমা, ওকথা আপনার মুখে শোভা পায়না, আপনি যে সারা ইংল্যাণ্ডের অধিশ্বরী একথা ভুলে যাবেন না।

রাণী তাঁর দিকে মুখ তুলে চাইতেই একফোঁটা জল তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো। তিনি বললেন, আপনি কুট-রাজনীতিজ্ঞ কিন্তু জানেন না যে, ইনি আজ আমার কত বড়ো সর্ব্বনাশ করেছেন।

মন্ত্রী দেখলেন যে, রাণী অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হয়েছেন, তাই তাঁর হাত ধ'রে তিনি তাঁকে সেখান থেকে উঠিয়ে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন, রাণীমা, আপনারই রাজকার্য্যে থেকে আমি বৃদ্ধ হয়েছি—কাজেই আপনার সুখ ও শান্তি কামনা ছাড়া আর আমি কিছু জানিনা—তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি শান্ত হোন্—মন থেকে রাগ দূর করুন।

মন্ত্রীর এইকথা শুনে রাণীর ছ'চোখ উপছে ঝরঝর ক'রে

জল পড়তে লাগলো। এবং সেই চোখের জলে রাণীর বুক ভেসে যেতে লাগলো। তিনি তখন ধীরে-ধীরে বললেন, কি ক'রে শান্ত হবো মন্ত্রীমশাই।

বৃদ্ধ মন্ত্রী তাঁর পলিত-কেশের মধ্যে বারকতক হস্ত সঞ্চালন ক'রে বললেন, আমি সবই বুঝি রাণীমা—যা হবার তা ত' হয়ে গেছে, কাজেই এখন থেকে মনকে আপনি এমনভাবে শক্ত ক'রে তুলুন যাতে অপর-কেউ আপনার মনের এই দুর্ব্বলতার কথা জানতে না পারে!

এইবার রাণী যেন একটু প্রকৃতিস্থ হলেন। চোখের জল মুছতে-মুছতে বললেন, ঠিক বলেছেন, এসব নিয়ে বেশী আলোচনা করতে গেলে আমার নিজেরই লজ্জা ও যন্ত্রণা বাড়বে।

বৃদ্ধ বললেন, আপনি যে মনে-মনে এতদিন ধ'রে আর্লকে স্বামীরূপে কল্পনা ক'রে এসেছিলেন একথা যেন আর-কারুর কর্ণগোচর না হয়—

কি বললেন? ক্রুদ্ধা-সিংহীর মত রাণী এইবার গর্জ্জন ক'রে উঠলেন। তারপর বৃদ্ধের মুখের দিকে জ্বলন্ত-দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, আর্লকে আমি এতদিন যে স্নেহের চক্ষে দেখতুম, তার কি অন্য কোন কারণ থাকতে পারেনা? তবে আপনি আমাকে ও কথা ব'লে আর অপমান করবেন না।

বৃদ্ধ কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রাণী সঙ্গে-সঙ্গে আবার নরম হয়ে তাঁর হাতটা চেপে ধ'রে বললেন, আপনাকে কি বলতে কি ব'লে ফেলেছি, কিছু মনে করবেন না তার জন্যে। আমার

মাথার ঠিক ছিল না। বলতে-বলতে ছু'ফোঁটা জল তাঁর চোখ থেকে বৃদ্ধের হাতের ওপর গড়িয়ে পড়লো।

বৃদ্ধ-মন্ত্রীর কথায় একটু পরে রাণীর মনে আবার দৃঢ়তা ফিরে এলো। তিনি তখন গম্ভীর মুখে লিষ্টারকে বললেন, লর্ড ত্রিশিলিয়ানের সত্যিই কোনো অপরাধ নেই—অপরাধ যা সবই আপনার। আপনিই এতদিন ধ'রে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা ক'রে এসেছেন—কাজেই আপনাকে এরজন্যে শাস্তি গ্রহণ করতে হবে। আপনাকে পনেরো মিনিট বন্দীভাবে থাকতে হবে। কিন্তু তার পূর্ব্বে আমি সমস্ত ব্যাপারটা এখুনি আপনাদের মুখ থেকে শুনতে চাই।

ত্রিশিলিয়ান গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই তখন বললেন। সব শুনে রাণী, ত্রিশিলিয়ান যে অপমান সহ্য করেছেন তার জন্য তাঁকে বহু ধন্যবাদ দিলেন, তারপর আর্লের দিকে চেয়ে তাঁকে বলতে আদেশ দিলেন।

লর্ড-লিষ্টার তখন এমির সঙ্গে প্রথম পরিচয় ও তাকে বিবাহ করার কাহিনী থেকে শুরু ক'রে, শেষপর্য্যন্ত কিছুই গোপন করলেন না।

আর্লের মুখ থেকে সব শোনবার পর রাণীর মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কোনো কথা বেরুলো না। তিনি বজ্রাহতের মত স্থিরভাবে ব'সে রইলেন।

লর্ড-লিষ্টার বললেন, আমি জানি আজ যার জন্যে আমায় অপরাধী মনে করছেন, কাল হয়তো তারই জন্যে আপনি আমায় ক্ষমা করবেন।

রাণী এইবার আর্লের দিকে চেয়ে বললেন, আপনি চুপ করুন,

আপনি আমার সমস্ত ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করেছেন। তারপর মুহূর্ত্ত কয়েক চুপ ক'রে থেকে তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, মন্ত্রীগণ, সভাসদগণ, লর্ড-লিষ্টারের এই বিবাহে আমি স্বামীহীনা হলুম—ইংল্যাণ্ড আজ থেকে হ'লো, রাজ-শূন্য!

রাণীর মুখ থেকে এইকথা শুনে সকলে চমকে উঠলো, এবং কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কারো মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুলো না।

রাণী তখন সকলের মুখের ওপর দিয়ে তাঁর দৃষ্টি বুলিয়ে নিতে-নিতে বললেন, এখনো কেনিলওয়ার্থের উৎসব শেষ হয়নি —আসুন আমরা এইবার আর্লের বিবাহোৎসব সম্পন্ন করি।

আর্লের বিবাহ কার সঙ্গে হয়েছে এ-কথাটা জানবার জন্যে সকলের মুখে-চোখে তখন কৌতূহল পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। তাই আবার একটু থেমে তিনি বললেন, আর্লের সেই বধূটি হ'লো, এমি রব্‌সার্ট—যিনি কাল আপনাদের সামনে আর্লের ভৃত্য ভার্নির স্ত্রী রূপে অভিনয় করেছিলেন।

এই কথা শুনে ঘৃণায় ও লজ্জায় লর্ড-লিষ্টারের মুখ লাল হয়ে উঠলো। তিনি তাই রাণীকে বললেন, ওভাবে আমাকে অপমান করার চেয়ে আপনি আমার শিরশ্ছেদ করুন, সেও ভালো।

রাণী বললেন, আপনি যা আমায় করেছেন তার তুলনায় এ কিছুই নয়। তখন আর্ল, এমির কাছে যাবার জন্যে রাণীর অনুমতি ভিক্ষা করলেন, কিন্তু রাণী তাতে রাজী হলেন না। তিনি তখুনি রাজকীয় সম্মানের সহিত এমিকে সেখান থেকে কেনিলওয়ার্থে নিয়ে আসবার জন্যে মন্ত্রীদের হুকুম দিলেন।

সতেরো

বেচারী এমি। তিনি এ-সবের কিছুই জানতেন না। আর, কি-করেই বা জানবেন! সেই শয়তান ভার্নিটা যে ভেতরে-ভেতরে এমন ষড়যন্ত্র ক'রে লর্ড-লিষ্টারের মন ভাঙাতে পারে তা সে কোনোদিন ধারণাই করতে পারেনি। তারওপর, ভার্নির ভয় ছিল সবচেয়ে বেশী—এমিকে। পাছে লিষ্টারের সঙ্গে দেখা হ'লে তার প্রতি ভার্নির সব অত্যাচার-কাহিনী প্রকাশ পায় এই জন্যে লিষ্টারের নামাঙ্কিত আঙটিটা হস্তগত হতেই সে আর এক মুহূর্ত্ত সময় বৃথা কালক্ষেপ না ক'রে তখনই ছুটলো এমির ঘরের দিকে।

ফষ্টারের ঘরে গিয়ে প্রথমে সে তাকে জাগালে।

এত গভীর রাত্রে অকস্মাৎ ভার্নিকে দেখে ফষ্টার মনে-মনে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং মুখে ব'লে উঠলেন, এত রাত্রে এসেছো কেন—এখন কি দরকার আমার সঙ্গে?

ভার্নি সঙ্গে-সঙ্গে লিষ্টারের আঙটিটা তার মুখের কাছে ধরে বললে, এমিকে এখুনি কায়রে নিয়ে যাবার জন্যে তার স্বামী হুকুম দিয়েছেন। চলো, প্রহরীদের সর্দ্দারের কাছে যাই। তাকে গিয়ে সব ব'লে আগে দুর্গদ্বার খোলাতে হবে। তারপর যাবো এমির কাছে।

এই ব'লে ফষ্টারের হাতটা ধ'রে তাঁকে টানতে-টানতে একেবারে সে ঘর থেকে বার ক'রে নিয়ে এলো।

কিন্তু ওই গভীর রাত্রে আলো হাতে ক'রে ফষ্টার ও ভার্নিকে শয়নকক্ষে প্রবেশ করতে দেখে, এমির বুক ভয়ে কেঁপে উঠলো। আবার কি শত্রুতা করতে এসেছে ভার্নি! এইকথা মনে হওয়ার পরমূহূর্ত্তেই ফষ্টারের ওপর দৃষ্টি পড়তে তিনি অনেকটা যেন ভরসা পেলেন।

ভার্নি, এমির মুখের ভাব দেখেই তাঁর মনের কথা বোধ হয় অনুমান করতে পেরেছিল, তাই সঙ্গে-সঙ্গে ব'লে উঠলো, এখুনি, এইমুহূর্ত্তে আমার সঙ্গে কামনরে যেতে হবে—লড -লিষ্টারের হুকুম।

এমি প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, মিথ্যে কথা।

ভার্নি তখন মুচকী-হেসে লর্ড-লিষ্টারের নামাঙ্কিত আঙটিটা তাঁর সামনে তুলে ধ'রে বললে, বিশ্বাস না হয় যদি—এই দেখুন তার নিদর্শন।

এমি, ভার্নিকে এত হীন-চোখে দেখতেন যে, সঙ্গে-সঙ্গে ব'লে উঠলেন, লিষ্টারের এ-আঙটি তুমি পেলে কোথায়? নিশ্চয় চুরি ক'রে এনেছো। তুমি পারোনা এমন পাপ কাজ বোধ হয় জগতে নেই।

ভার্নির মুখে তখন একটা পৈশাচিক-হাসি খেলে গেল। একটু চুপ ক'রে থেকে সে বললে, কথাটা খুবই খাঁটি, কেননা এখুনি যদি আপনি আমার সঙ্গে যেতে রাজি না হন ত' আমি জোর ক'রে আপনাকে ধ'রে নিয়ে যাবো।

ঘৃণায় এমির সর্ব্বাঙ্গ যেন রি-রি ক'রে উঠলো। তিনি বললেন, তোমার মত পাপিষ্ঠ সব করতে পারে।

ভার্নি বললে, কিন্তু আর অপেক্ষা করতে পারবো না। হয় চলুন—নয়তো—

ভার্নিকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে এমি চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন। অনেকের কানেই এমির সেই করুণ আর্ত্তনাদ গিয়ে পৌঁছোলো, কিন্তু কেউ তাঁকে উদ্ধার করতে এলোনা। কেননা, সকলেই তখন জানতো যে, এমি—ভার্নির স্ত্রী এবং উন্মাদিনী।

ফষ্টার, এমিকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন, অনেক বোঝালেন। শেষে আর কোনো উপায় না দেখতে পেয়ে এমি তখন মনে-মনে স্বামীর আদেশ—গুরুর আদেশ—লিষ্টার যখন ব'লে পাঠিয়েছেন, তখন তাঁর সে আজ্ঞা সর্ব্বাগ্রে পালন করা উচিত—এমনি সব অনেক ভালো-ভালো কথা মনকে বোঝাতে-বোঝাতে ফষ্টারের সঙ্গে যেতে রাজী হলেন।

ভার্নিকে এমি একটা নিষ্ঠুর পাষণ্ড ব'লে মনে করতেন। তার হৃদয়ে যে, স্নেহ-দয়া-মায়ার লেশমাত্র কোথাও নেই তা তিনি জানতেন। অথচ ফষ্টার ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ও হৃদয়বান।

এমির এই মনভাবকে বুঝতে ভার্নির এতটুকু বিলম্ব হলোনা। তাই সে রুক্ষস্বরে একবার ব'লে উঠলো, যা-ইচ্ছে আমায় বলুন তাতে আমার কোনো ক্ষতি নেই, শুধু আমার সঙ্গে কাম্নরপ্রাসাদে গেলেই চলবে।

এমি ব'লে উঠলেন, আমি তোমার সঙ্গে যাবোনা।

তখন একটা ক্রূর-হাসি হেসে ভার্নি সেখান থেকে চ'লে গেল। তবে যাবার সময় তার সামনে যে ঘোড়াটা নিয়ে টাইভার অপেক্ষা করছিল, সেটাতে এমিকে আরোহণ করবার নির্দ্দেশ দিয়ে ভিন্নপথ ধ'রে কাম্নর-দুর্গের দিকে অগ্রসর হলো।

ফষ্টার চললেন এমির সঙ্গে-সঙ্গে একটা পৃথক ঘোড়ায় চেপে।

ভার্নি আসবার সময় ল্যাম্বরণকে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এক জরুরী সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাই দশমাইল পথ যাবার পর হঠাৎ ল্যাম্বরণকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখে সে ভারি চ'টে গেল এবং তার এই বিলম্বের জন্যে ল্যাম্বরণকে যা-তা ব'লে গালাগালি করতে লাগলো।

ল্যাম্বরণ তখন তাকে যা বললে তার অর্থ হ'চ্ছে এই যে, আর্ল কোনো বিশেষ গোপনীয় কাজের জন্যে তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাই তার আসতে দেরী হয়ে গেল। কাজেই তাকে বৃথা গালমন্দ সে যেন না দেয়!

ভার্নি তখন চুপ ক'রে গেল বটে, কিন্তু আর্ল তাকে দিয়ে কি গোপনীয় কার্য্য উদ্ধার করাতে চান সেইকথাটা জেনে নেবার জন্য মনে ভারী কৌতূহল বোধ করতে লাগলো, এবং সেইসূত্রে নানারকম আলোচনা শুরু ক'রে দিলে তার সঙ্গে।

এইভাবে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা ও রঙ্গরস করার পর ভার্নি যখন জানতে পারলে যে, ল্যাম্বরণ তার আসল উদ্দেশ্যটা ধ'রে ফেলেছে, তখন খপ্ ক'রে কোমর থেকে একটা পিস্তল টেনে নিয়ে, ল্যাম্বরণের বুক লক্ষ্য ক'রে সে একটা গুলি

ছুঁড়লে। সঙ্গে-সঙ্গে একটা চীৎকার ক'রে ল্যাম্বরণের মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

ভার্নি তখন তার জামার পকেট খুঁজে আর্লের একটা চিঠি ও কিছু স্বর্ণমুদ্রা হস্তগত করলে। তারপর সেইগুলোকে নদীর জলে ফেলে দিয়ে সেখান থেকে স'রে পড়লো।

তারপর একসময় গিয়ে সে ফষ্টার ও এমির সঙ্গ ধরলে।

এমনি ক'রে তারা তিনজন একত্রে চলতে-চলতে পরের দিন রাত্রে সকলে কামরে গিয়ে পৌঁছোলো।

ঘোড়া থেকে নেমেই সর্ব্বপ্রথম এমি জিজ্ঞেস করলেন, জেনেট কোথায়?

তখন এমিকে জানানো হ'লো, যে, সে আর তাঁর সহচরীর কাজ করবে না।

এতে এমির মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগলো, কিন্তু সে তখন পথশ্রমে এমন শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে, তা নিয়ে আর কোনো বাদানুবাদ না ক'রে শয়ন করবার জন্যে তাঁর আগেকার সেই ঘরের দিকে চললো।

ফষ্টার তখন তাকে জানালেন যে, আগেকার সেই ঘরে আর এখন তাঁকে যেতে হবেনা—অন্য আর-একটি ঘরে তাঁর শোবার ব্যবস্থা করা আছে।

একথা শুনে এমির ভারী রাগ হ'লো, বললেন, সেখানে আমার শোবার ব্যবস্থা—না, কবরের ব্যবস্থা করা আছে?

ফষ্টার তাঁকে বিনয়নম্রকণ্ঠে বললেন, কিছু চিন্তা করবেন না,

নির্ভয়ে আপনি এখন এখানে শয়ন করুন, তারপর কাল আর্ল যখন আসবেন তখন আপনি আপনার যেমন ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত ক'রে নেবেন।

এমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতে-করতে বললেন, এখন যদি জেনেট আমার সঙ্গে এখানে থাকতো তাহ'লে কি সুখের হ'তো!

ফষ্টার বললেন, জেনেট যেখানে আছে—বেশ ভালোই আছে—তার জন্যে চিন্তা করবেন না। এই ব'লে নিজের হাতের আলোটা এমির দিকে এগিয়ে দিলেন।

এমি সেই আলোটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন এবং ভেতর থেকে অর্গলবদ্ধ ক'রে দিলেন। তারপর শয্যা গ্রহণ ক'রে নিজেকে অনেকটা নিরাপদ মনে করতে লাগলেন।

কিন্তু হায়! এমি যদি জানতেন যে, যে-ঘরটায় তিনি নিজেকে অতটা নিরাপদ মনে করছেন, আসলে সেটা একটি যম ।

সেই ঘরটি হ'লো, কাম্নরের ধনাগার। একপ্রকার যন্ত্রের সঙ্গে বিরাট রজ্জুসহযোগে বাঁধা। সেই রজ্জুটি ধ'রে টানলেই সেই ঘরটি সোপানের সর্ব্বোচ্চ প্রান্তে শূন্যে ঝুলতে থাকে। এবং সেখান থেকে দরজা খুলে বেরুলেই একেবারে নীচে গভীর অতলে—সেই দুর্গের অন্ধ-ভিত্তিমূলে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

তাই এমি ঘরের মধ্যে শুয়ে পড়তেই—চুপি-চুপি পা টিপে-টিপে ভার্নি সেখানে এসে উপস্থিত হ'লো এবং ফষ্টারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নিঃশব্দে সেই কলটি ঘুরিয়ে সেই ঘরটাকে শূন্যে ঝুলে রেখে দিলে।

কেনিলওয়ার্থ

ফষ্টার, ভার্নির সহকারী হলেও তাঁর প্রাণে একটু দয়ামায়া ছিল। তাই পরের দিন তিনি এমির তত্ত্বাবধান করার নাম ক'রে ভার্নির সেই পৈশাচিক-পরিকল্পনা একবার নিজের চোখে দেখতে গেলেন।

সেইদিন রাত্রেই ভার্নি, এমিকে শেষ ক'রে ফেলবে—তার মনে এইরকম সঙ্কল্প ছিল। তাই আসবার সময় ফষ্টার, এমিকে সাবধান ক'রে ব'লে এলেন, যতক্ষণ না তাঁর স্বামী লর্ড-লিষ্টার আসেন ততক্ষণ যেন তিনি সেই ঘর ছেড়ে এক-পাও বাইরে না আসেন।

এমি তাঁকে জানালেন যে, তাঁর কথামত কাজই তিনি করবেন। কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে দুর্গ-প্রাঙ্গণে যেই অশ্বখুরধ্বনি ও বংশীধ্বনি হ'লো অমনি এমির বক্ষ উল্লাসে নেচে উঠলো। ওই ত' তার স্বামী এসেছে। মনে করার সঙ্গে-সঙ্গে আনন্দে তিনি একেবারে অধীর হয়ে উঠলেন এবং তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে যেমন বাইরে পা বাড়ালেন, অমনি নীচের সেই অন্ধ-গহ্বরের মধ্যে প'ড়ে কোথায়—কোন্ অতলে তলিয়ে গেলেন।

দূর থেকে পতনের এই শব্দ কানে আসতেই ভার্নির বক্ষ স্পন্দিত হয়ে উঠলো। সে তখন ফষ্টারকে বললে, তাহ'লে এতক্ষণে আমাদের শিকার জালে পড়লো। চলো, দেখে আসিগে।

তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে ভার্নি, ফষ্টারকে বললে, নীচের দিকে একবার চেয়ে দেখো ত', কিছু কি দেখতে পাচ্ছো?

ফষ্টার বললেন, না, কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা—শুধুই অন্ধকার···না—না—ওই যে কতকগুলো সাদা-সাদা কাপড়ের মত কি প'ড়ে রয়েছে···

ভার্নি হা—হা—হা—হা ক'রে একপ্রকার অট্টহাসি হেসে উঠলো। ফষ্টার এইবার বললেন, ওই দেখ—তার হাতখানা নড়ছে।

সঙ্গে-সঙ্গে ভার্নি ব'লে উঠলো, এইবার তোমার লোহার সিন্দুকের দড়িটা কেটে দাও—ওর ওপর আছড়ে পড়ুক—তাহ'লেই সব শেষ হয়ে যাবে, আর নড়বে না।

ফষ্টার আর সহ্য করতে পারলেন না। ব'লে উঠলেন, তুমি একটি নিরেট সয়তান! তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, আর সিন্দুক ফেলতে হবেনা। ওর সব শেষ হয়ে গেছে—আর নড়ছে না।

ভার্নি বললে, এতক্ষণে আমাদের পথের কাঁটা দূর হ'লো—আমাদের আপদের শান্তি হ'লো। এইবার আমাদের পুরস্কারের পালা। বলতে-বলতে একটু চুপ ক'রে, কি ভেবে নিয়ে সে আবার শুরু করলে—কিন্তু আমাদের যে এইরকম একটা সর্ব্বনাশ ও বিপদ হ'লো, সেটা কি-ভাবে সকলকে জানানো যায় এখন আমাদের সেই উপায়টাই চিন্তা করতে হবে।

———

আঠারো

যাই হোক, দুরাত্মার ছলের অভাব হয়না।

এমির এই শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ যথাসময়ে সকলের নিকট প্রচারিত হ'তে দেরী হলোনা।

কেনিলওয়ার্থের আনন্দ-উৎসব তাই একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। বড়ো-ছোট সকলেই যেন এমির শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লো।

লর্ড-লিষ্টার রাজসভায় আসা একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি কেবল চুপচাপ ঘরের কোণে ব'সে থাকতেন। বাইরে একেবারে বেরুতেন না! তখন রাণী নিজে তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে—আপনার সঙ্গে-সঙ্গে রেখে লর্ড-লিষ্টারকে আবার তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ক'রে তুললেন।

ইতিহাসে তাই রাণী এলিজাবেথের নামের সঙ্গে, লর্ড-লিষ্টারের মধুরতম সম্পর্কের কথার উল্লেখ আছে।

কিন্তু হায়, শয়তান একবার যখন নিজের হাতে ক্ষমতা পেয়েছে তখন কে তাকে ঠেকাবে? সেই কাম্নর-দুর্গের মাটির নীচের এক অন্ধকারময় পাতালকক্ষে এনিকে নিক্ষেপ

ক'রে—তার প্রাণবধ ক'রে ভার্নি যখন তার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করলে···তারপর লর্ড-লিষ্টারের লোক গিয়ে সেখানে উপস্থিত হ'য়ে দেখলে—সব শেষ! কাম্নর-দুর্গের সমস্ত লোকেরই মৃত্যু হয়েছে, শুধু সেই শয়তান ভার্নির হাতে অবশিষ্ট ছিল সে নিজে! তখনো বুঝি তার মৃত্যুলীলার শেষ হয়নি!

শেষ